পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

বান্ধব

দুঃখের কথা যে, আলোচ্য বর্ষেও কোন নূতন বান্ধব পাওয়া যায় নাই। এমন কি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা "বান্ধব"-পদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও অদ্যাপি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ পরিষদের এই 'বান্ধব'-পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে সমৃদ্ধ করেন এবং মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করেন, ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, সহায়ক ১৯ এবং সাধারণ (কলিকাতার ১৫৯৫ ও মফস্বলের ১৫১৯) ৩১১৪, মোট ৩১৫১।

বিশিষ্ট, আজীবন ও অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট, আজীবন বা অধ্যাপক-সদস্যের নূতন নামের প্রস্তাব না আসায় পরিষৎ কোন নূতন বিশিষ্ট, আজীবন অথবা অধ্যাপক-সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারেন নাই।

মৌলবী-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মানুসারে মৌলবী-সদস্য হইবার উপযুক্ত কোন নামের প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। সুখের বিষয়, আজকাল মুসলমান বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গ-বাণীর সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টির জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন ও ত্যাগ-স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সাহায্য পরিষদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিষৎ আশা করেন, মৌলবীগণ পরিষদের নানাবিষয়িণী চেষ্টায় যোগদান করিয়া, পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন,—অচিরে মৌলবী-সদস্যের অভাব পূরণ করিবেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা হইতে বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষাতে ঐগুলি প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ১৯ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন, [illegible] মধ্যে [illegible] সদস্য সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৩ জনের নির্দ্দিষ্টকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়

তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন আবশ্যক-বোধে বিগত চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী নূর আহম্মদ এবং বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২০ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষমধ্যেই অন্যতম সহায়ক-সদস্য জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। এই জন্য এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উক্ত সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যাদীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন, পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা, পুথি-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণ আগামী বর্ষে পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

সাধারণ-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্য ১৫৯৫ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭১ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৫১ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলের সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ ছিল। তন্মধ্যে পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় জন্য ৫১৪ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ২০ জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ২৬ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ১০জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলের ১১জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতায় ১৪৪৬ জন ও মফস্বলে ১১০৯ জন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ২৫৫৫ হইয়াছিল।

বহু দিন হইতে অনেক সদস্যের নিকট বহু টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে উক্ত চাঁদা শোধ করিবার জন্য নানা সুবিধাজনক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা পরিষদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বহু দিন-ব্যাপী আলোচনার পর তাঁহাদিগের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। এখনও যাঁহারা চাঁদা বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া, সদস্যের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া, পরিষৎকে উপকৃত করিবেন, ইহাই

চ আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে—শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদিগের
। এত দিন আমাদের পরিষদে বিদুষী ভদ্রমহিলা কেহই সদস্য ছিলেন

না। আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি যথারীতি সদস্য-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, মৌলবী ০, সহায়ক ২০, সাধারণ (কলিকাতায় ১৩৪৬, মফস্বলের ১১০৯)—২৪৫৫, মোট—২৪৯৩।

নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব দ্বারা পরিষদের বলবৃদ্ধিতে যে সকল সদস্য পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্য-সেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১ জন সহায়ক-সদস্যের এবং ৩৯ জন সাধারণ-সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পরিষৎ ইঁহাদের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সহায়ক সদস্য—১। জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ। সাধারণ-সদস্য—২। অখিলচন্দ্র রায়। ৩। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪। ও, এস্, অচ্যুতরাও। ৫। কালীপদ বসু। ৬। কাশীকান্ত মৈত্রেয়। ৭। কুলদাকিঙ্কর রায়। ৮। রায় কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ বাহাদুর। ৯। কৃষ্ণলাল চৌধুরী। ১০। গঙ্গানারায়ণ রায়। ১১। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩। গৌরমোহন শীল। ১৪। জানকীনাথ পাঁড়ে। ১৫। জিতেন্দ্রনাথ রায়। ১৬। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। ১৭। ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। ১৮। নিখিলনাথ মৈত্র। ১৯। কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি। ২০। বঙ্কিমচন্দ্র রায়। ২১। বিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ। ২২। বৈদ্যনাথ ঘোষ। ২৩। ভাগাধর মল্লিক। ২৪। মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। ২৫। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর। ২৬। যাদবগোবিন্দ রায়। ২৭। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। ২৮। রাধবেব মুখোপাধ্যায়। ২৯। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। ৩০। রাধিকামোহন সেন। ৩১। শরচ্চন্দ্র দেব। ৩২। ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায়। ৩৩। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩৪। শ্রীশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর। ৩৫। সতীশচন্দ্র বসু। ৩৬। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩৭। হরিদাস নন্দী। ৩৮। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ৩৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪০। হারাণচন্দ্র মিত্র।

উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের পরলোক-গমন ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে দুঃখিত।

১। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি গত ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ৩। ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত। ৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। ৫। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। ৬। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৭। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, পি আর এস মহাশয়ের মৃত্যু পরিষদের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের শৈশবাবস্থায় ১৩০২।৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ যখন স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে লালিতপালিত হইতেছিল, সেই সময় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিষদের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ উক্ত রাজবাটী হইতে অন্যত্র উঠিয়া আসিলে পর, তিনি রাজবাটীতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদক হইয়াছিলেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় বঙ্গদেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত। ৮। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। ৯। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০। পণ্ডিত মোহম্মদ রেয়াজদ্দিন।

বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৪, ২রা আষাঢ় তারিখে চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েক জন সদস্যের রাজসম্মান-লাভে আনন্দ প্রকাশের পর গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিজ্ঞাপন, আলোচ্য বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে কতিপয় সহায়কসদস্য নির্ব্বাচন ও কতকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধ-পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১০টি সাধারণ ও ৯টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নে অধিবেশনে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

তারিখ প্রবন্ধ ও লেখক

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার—"মহাকবি সঞ্জয়", শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯শে ভাদ্র, রবিবার—"আরবী ও ফারসী শব্দের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা," শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার—"কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-সমূহ," শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"পাহাড়ী জাতির মধ্যে অন্নোৎপাদনের উপায়," শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল এম এস্।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—"অনুবায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি বক্তা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস," ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২০শে পৌষ, রবিবার—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা," শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮শে পৌষ, রবিবার—(ক) "আলোচনা," শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) "মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়লিখিত শব্দকোষ আলোচনা,"—মৌলবী নজীর আহমদ। (গ) "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা"—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নবম মাসিক অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার—"তামাকের সংস্থান," শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই ফাল্গুন, রবিবার—(ক) "সমহটের পূর্ব্বে"—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম এ। (খ) "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ। (গ) "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।

নবম মাসিক অধিবেশন—প্রাচীন মুদ্রা ২টি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত চতুর্থ বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, চিরকীর্ত্ত জাবা ও বোর্ণিওর সুপণ্ডিত, স্যর শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্যতম

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়, তাঁহার পিতার তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। সেই চিত্রই এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়-রচিত একটি গীত গান করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মনোমোহন বাবুর পৌত্র, চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহাদের প্রদত্ত চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২০শে পৌষ, শনিবার। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে মাঘ, শনিবার, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের গঠন ও উন্নতির জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। (এই অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ পরিষৎপত্রিকায় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় ডাক্তার করের গুণাবলী আলোচনা করেন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৮ই ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ক্ত গিজোর প্রণীত সভ্যতার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন-গ্রহণ করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার। এই অধিবেশনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতা হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর "আহারতত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। মাননীয় ভাইস চান্সেলার স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন—১৮ই চৈত্র, রবিবার। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের উক্ত স্মৃতিসমিতির অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়গণ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (পরিষৎ-পত্রিকায় এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বঙ্গ-ভারতীর অন্যতম বরপুত্র, কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পরিষদের পক্ষে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ কবিবরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি যাহাতে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হয়। উক্ত স্মৃতি-সমিতি এত দিনের চেষ্টায় কবিবরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য

পরিষৎ উক্ত স্মৃতি-সমিতির নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় মারাঠা ইতিহাসান্তর্গত "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করেন। পরিষৎ আশা করেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরিষদের এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা এই ভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মাতৃভাষায় এইরূপ বক্তৃতার উপযোগিতা দেশমধ্যে যতই অনুভূত হইবে, তাহার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ততই উপায়সমূহ নির্ণীত হইবে। এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনাকারিগণের পক্ষে যাহাতে বিশেষ সহায়ক হয়, অচিরে উহার ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর বক্তৃতার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিষৎকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য উক্ত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুদেব ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় উক্ত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিচালন দ্বারা শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর বক্তৃতা বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

কার্য্যালয়

কর্ম্মাধ্যক্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক— " কিরণচন্দ্র দত্ত
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ধনাধ্যক্ষ—	„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	„ সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তিনি অল্প দিনের জন্য কাজ করিয়া, নিজ সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন, শাখা-পরিষৎ ও পরিষদের যাবতীয় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের ও নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কার্য্যের এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সকল সহকারী সম্পাদকগণের আন্তরিক যত্ন ও বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীত সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের কার্য্য সম্পাদন একরূপ অসম্ভব হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক এই জন্য ইহাঁদিগকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যে ভাবে পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ কার্য্য ব্যতীত পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের নাটকের তালিকা-মুদ্রণ শেষ হইয়াছে ও গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাটি যাহাতে আদর্শ চিত্রশালায় পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চিত্রশালার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় ছাত্র-সভ্য-গণ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রাচীন পুঁথি, বঙ্গের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপায়, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন জন্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। পরিষৎ এই সজ্জনগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহে বহু সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
৭। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৮। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৯। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১০। " রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
১২। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
১৪। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৬। " বাণীনাথ নন্দী
১৭। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮। " ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার
১৯। " রমাপ্রসাদ চন্দ
২০। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী—(বরিশাল)
২। " আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—(চট্টগ্রাম)
৩। " রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—(বহরমপুর)
৪। " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—(নদীয়া)
৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৬টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ৬ বার পত্রব্যবহার দ্বারা (meeting in circulation) কার্য্য-নির্ব্বাহক-

সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে অন্যান্ত কার্য্যের কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল,— টাকা,

১। বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদের নিয়মা-, সংস্কার ও পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে। তদনুসারে গত ১৫ই শ্রাবণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের নির্দ্দেশমত উক্ত প্রস্তাবগুলি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রেরিত কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি গত ১৪ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব-গুলি আলোচনা করেন এবং সমিতির নির্দ্দেশ-মত পূর্ব্বপ্রস্তাব ও সমিতির গৃহীত প্রস্তাব একত্রে সদস্যগণের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সদস্য-গণের নিকট হইতে মতামত পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত মতামতগুলি আলোচিত হইয়া, উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য পরিষদের এক সাধারণ বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে উক্ত দুইটি বিশেষ অধিবেশনই আহূত হইয়া নিয়মাবলী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

২। পরিষৎ-পুস্তকালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৩। পরিষদের চিত্রশালা সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৪। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবি-বরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভূমিদানপত্রের দলিলের খসড়া মঞ্জুর।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ভাস্করের সহিত মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত চুক্তি নির্দ্ধারণ এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সংগ্রহ জন্য সমিতি গঠন। এ যাবৎ ৬৮৩৲ টাকা এই তহবিলে আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০০৲ টাকা ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৬। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই ভাণ্ডারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইয়াছে ও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে এ পর্য্যন্ত ৪৮৲ টাকা সাহায্য সদস্য-গণের নিকট সংগৃহীত হইয়া, চণ্ডীবাবুর পত্নীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সমিতি তজ্জন্য শ্রীযুত বনওয়ারি বাবুর নিকট ও সাহায্যদাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৭। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৯। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের (সমাচারদর্পণের) শতবার্ষিক উৎসব জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১০। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১১। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে এক মাসের বেতন এবং আগামী বর্ষে মাসিক ৪৲। ৫৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

১২। বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে মতামত দিবার জন্য ঐ শাখা-সমিতি কর্তৃক পরিষৎ অনুরুদ্ধ হওয়ায়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিষৎ তাঁহাদের মন্তব্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যেহেতু উক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হইলে সম্মিলনের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে সম্মিলনের উন্নতির পক্ষে বাধা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১৩। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার কি প্রকার হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১৪। শিল্পিগণের থাকিবার ঘর, পায়খানা, জলের কল প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের নানা শাখা-সমিতিতে—ছাপাখানা-সমিতি, পুস্তকালয়-সমিতি, আনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতি, বিভিন্ন স্মৃতি-সমিতি প্রভৃতি সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া অন্য উপায়ে পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ১৭৯২৩৸৬ টাকা, পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ২২৫।৶১ টাকা, একুনে মোট জমা ১৮১৪৯৶৯ টাকা। মোট ১৮০৪৬৷৩ টাকা ব্যয় হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৩৶৬ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২২০৬৯৷৶৮ টাকা কোম্পানীর কাগজাদি ও ডাকঘরে মজুত আছে। আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া অনেক সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করা হইতেছিল। এমন কি, তাঁহাদের বাকী চাঁদার ¾ অংশ বাদ দিয়া ¼ অংশ লইয়া চাঁদা শোধ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও চাঁদা আদায় না হওয়ায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৩২৫ তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষৎ তাঁহাদিগকে হারাইলেন। যাহাতে তাঁহাদিগকে হারাইতে না হয়, তজ্জন্য বহুবিধ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পরিষদের সদস্যগণের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পরিষৎ তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত চাঁদা নিয়মিত আদায় হয় না বলিয়াই প্রতি বৎসর ৺পূজার সময় ও চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করা হয় বটে, কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করেন, তাহা হইলে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ-সমষ্টিও বৃদ্ধি হইতে পারে। সদস্যগণের দেয় মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য্য আরব্ধ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যথাসময়ে চাঁদা আদায় না হওয়ায় বর্ষশেষে প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মমত দৈনিক অন্ততঃ একটি পয়সা ভিক্ষা দান করিয়া পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করেন। আশা করি, আগামী বর্ষে সদস্যগণের চাঁদা আদায় দ্বারাই পরিষদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বজেটে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদা আদায় কম হওয়ায় উক্ত তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এখনও উক্ত

তহবিলে প্রতিশ্রুত দান ১৭৪২৫৲ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে, তাহার সুদ হইতে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয় বৃদ্ধি হইয়া, সাধারণ স্থায়ী তহবিলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দেনা কিছু কিছু শোধ করা যাইতে পারে। আশা করি, পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার পূরণ করিবেন।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

এ বৎসরও গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত ২৫১২॥০ টাকার মধ্যে কিছুই আদায় হয় নাই। উক্ত দান পাওয়া গেলে সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে এই হিসাবে যে টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই শোধ হইতে পারিত। অধিকন্তু পরিষৎ মন্দিরে নিত্য ব্যবহারোপযোগী জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুতের ব্যয়ের অনেকাংশ এই টাকায় হইতে পারিত। অর্থাভাববশতঃ এত দিন তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহার অভাবে এত অসুবিধা হইতেছে যে, আর তাহা স্থগিত রাখা যায় না। সেই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্যের জন্য বজেটে টাকা ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের ছাদ সংস্কার না করিলে আর চলিবে না। তাহাতে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র টাকা এবং পিয়নদিগের থাকিবার ঘর, জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুত করিবার জন্য আনুমানিক এক সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৫০০। পরিষদের সদস্য মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ হইয়া যায়। তজ্জন্য সদস্য মহোদয়গণের নিকট আবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, বাঙ্গালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব মোচন করেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় নিয়মিতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের হিসাবের জটিলতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হইয়াছে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার জন্য তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

এখন পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। বিল ও ভাউচার নিয়মিত পরীক্ষা না করিলে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা

ও উন্নতি করিবার কোনও আশা দেখা যায় না। অতএব এই দুই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক সময়ে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক বিষয়ে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কাজেও অনেক সুবিধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, অন্যতম সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে বাকী চাঁদা আদায় ও নূতন সদস্য সংগ্রহ ও পরিষৎ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া এত দিন তিনি যে কমিশন পাইতেছিলেন, তাহা গত বৎসর হইতে লইতে বিরত হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতেও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের এইরূপ সহায়তা করিয়া, পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইবেন না।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার অধ্যক্ষ-পদে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু দিন হইতে পরিষদের চিত্রশালা যেরূপভাবে দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, তাহাতে উহার কার্য্যপ্রণালী বিধিবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চিত্রশালার খসড়া নিয়মাবলী আলোচনা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গত অগ্রহায়ণ মাসে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিয়মানুসারে চিত্রশালার দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন-মত অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি মঞ্জুর করিয়াছেন। মূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পরিষৎকার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারকের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিদায় গ্রহণ নিবন্ধন অস্থায়ী কর্ম্মচারী নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি যথাযথ সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার জন্য আধারের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন চিত্রাদি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আগামী বর্ষে এইরূপ আধারাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অনেক গণ্যমান্য দর্শক চিত্রশালা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া ভাগ্যেশ্বরী দাসী ১৪ টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈদেশিক রৌপ্যমুদ্রা চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। ঐ ১৪ টি মুদ্রা বিশিষ্টেরা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

১। রৌপ্যমুদ্রা—শাহ্ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬ খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ
৩। ঐ অর্দ্ধমুদ্রা ঐ ঐ ফরক্কাবাদ টাকশাল।
৪। ঐ মুদ্রা রুদ্রসিংহ (আসাম) শক—১৬৩৫=১৭১৩ খৃঃ।
৫। ঐ ঐ আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী—রাজা শিবসিংহের স্ত্রী, শ—১৬৫২=১৭৩০ খৃঃ
৬। ঐ ঐ আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী দেবী শ ১৬৬৬=১৭৪৪ খৃঃ। রাজ্যাঙ্ক ৩১
৭। ঐ ঐ রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শ—১৬৭৪=১৭৫২ খৃঃ
৮। ঐ ঐ আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ। শ—১৬৯৫=১৭৭৩ খৃঃ
৯। ঐ ঐ ½ মুদ্রা, আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ—তারিখ নাই।
১০-১১। ঐ ¼ মুদ্রা, আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ—তারিখ নাই।
১২-১৩। ঐ ⅛ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ
১৪। ঐ ঐ 1/16 মুদ্রা ঐ ঐ ঐ

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১০৯৪ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ১৪৭ খানি ইংরাজী পুস্তক, ৩ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ৪ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৭৯ খানি বাঙ্গালা, ১৩৯ খানি ইংরাজী, ৩ খানি সংস্কৃত ও ৪খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রমধ্যে ৫ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ৭২ খানি মাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ইণ্ডিয়া গেজেট গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রিকার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে মার্কিণদেশের Smithsonian Institution হইতে ২৩ খানি ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকা এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ইংরাজি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে ৯১১ খানি বাঙ্গালা পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির তালিকা-প্রস্তুত কার্য্য শেষ হইবে।

গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদের উন্নতিকল্পে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি অর্থ দান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিতে আসিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মিউনিসিপ্যালিটির দান বাড়াইয়া দিবার জন্য আমাদের আবেদন যথেষ্ট সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটি ৫২৫৲ হইতে ৮২০৲ টাকা (ইহার অধিকাংশ টাকা গ্রন্থক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে, এই সর্ত্তে) বাৎসরিক দান বৃদ্ধি করিয়া পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নাটকের তালিকা-মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সদস্যগণের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। অতঃপর জীবন-চরিতের তালিকা মুদ্রণ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ কাগজের দুর্মূল্যতা ও অন্যান্য কারণের জন্য পুস্তকতালিকা ছাপার কার্য্য তত অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পুস্তক-তালিকার অন্যান্য অংশ ছাপার ব্যবস্থা করা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পাঠাগার ও সদস্যগণের পুস্তক লইবার জন্য গ্রন্থাগার বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির বাছাই ও তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

পুথিশালা

১৩২৫ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৭৫৩ ছিল। তৎপরে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৮ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২০ খানি শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত। পুঞ্জীকৃত পুথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন পাতা মিলাইয়া ৯৬ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩৮৭৭ হইয়াছে।

[পুথির সংশোধিত তালিকা]

বাঙ্গালা পুথি	...	২৩৬৪
সংস্কৃত „	...	১২৫৫
আসামীয়া „	...	৩
উড়িয়া „	...	৩
হিন্দী „	...	২
ফার্সী „	...	১২
তিব্বতীয় „	...	২৩৭
ইংরাজী „	...	১
		৩৮৭৭

একজন সহকারীর সাহায্যে সাড়ে তিন মাসে সংস্কৃত পুথির তালিকা সম্পূর্ণ করা হয়। ৭২৫ খানি পুথি রেজেষ্টারিভুক্ত এবং ১৬০ খানি পুথির ২০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ১০০ শত খানিতে পুথি ও রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাযুক্ত টিকেট দেওয়া হয়। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির তালিকা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিম্নে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির শ্রেণীবিভাগ, তথা সংখ্যা-নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

পুথিশালায় রক্ষিত পুথির শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা

১	ডাক	১
২	ধর্ম্মমঙ্গল	৬
৩	রামায়ণ	২১২
৪	মহাভারত	৫২৮
৫	ভাগবত	৮৩
৬	অপরাপর পুরাণের অনুবাদ	১৪
৭	পৌরাণিক ক্ষুদ্র উপাখ্যান	৪৫৫
৮	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	২১
৯	চণ্ডী ও দুর্গামঙ্গল	৫৭
১০	লক্ষ্মীচরিত্র	১১
১১	শীতলা-মঙ্গল	২
১২	গঙ্গামঙ্গল	৪
১৩	পদাবলী	৬৯
১৪	চরিতাখ্যান	১৬৪
১৫	জগন্নাথচরিত্র	১২
১৬	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৮৪
১৭	বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র	৯
১৮	ধর্ম্ম ও উপাসনাতত্ত্ব	২৬৭
১৯	সূর্য্যের পাঁচালী	২
২০	শিবায়ন	৭
২১	ভৈরবমঙ্গল	১
২২	রায়মঙ্গল	২
২৩	শনির পাঁচালী	৬
২৪	সত্যনারায়ণ	৩১
২৫	লৌকিক উপাখ্যান	৯
২৬	গান ও ছড়া	১
২৭	বিবিধ	২৯৫
		২৩৬৪

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই অধিবেশনগুলিতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ, সম্পাদন এবং পুথির উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ মহাশয় মারাঠা ইতিহাস ও তাহার উপাদান বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান ও সার্থকতা সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল মহাশয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ে ছাত্রসভ্যগণের সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। এই জন্য ইঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী এবং ইহাঁদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিষদের পুরাতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, •বাখরগঞ্জ জেলা হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বাসুদেবের ফটো তুলিয়া এবং এ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফটো তুলিবার জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হইতে ১০৲ খরচ বাবদ দেওয়া হইয়াছিল। দৌলতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জোড় বাঙ্গলার ইতিহাস ও নানা স্থানে প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শব্দসংগ্রহ, ছড়া প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের উৎসাহ প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ৬৬ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। এই বর্ষে মাত্র ৪ জন ছাত্র সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ৭০ জন ছাত্রসভ্য তালিকাভুক্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্রসভার কাজ অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই আশানুরূপ উদ্যম সহকারে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদের নিকট হইতে পরিষৎ নানা সাহিত্যিক বিষয়ে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবি উপেক্ষা করিবেন না। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনিল রায় শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রমুখ দুই চারিজন ছাত্রসভ্যের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পরিষৎ প্রতি বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দুই তিন বৎসর হইতে তাঁহারা উপযুক্ত সাহিত্যালোচনা বা উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভরসা করি, আগামী বর্ষে এই পরিতাপের পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইবে না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্পাদকতায় আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার

সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর সাহায্য ব্যতীত আবশ্যকমত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ঋণী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চবিংশ ভাগ চারি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসরারম্ভে বজেটে ২৪কর্ম্মা পত্রিকা চারি সংখ্যায় ছাপা হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে উক্ত ২৪ কর্ম্মার উপর আরও ২ কর্ম্মা অতিরিক্ত ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি স্থানাভাব-বশতঃ অনেক মনোনীত প্রবন্ধ ছাপিতে পারা যায় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃই পত্রিকার কলেবর ক্ষীণ ও কাগজও কিছু পাতলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ১৩টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব	৩
ভাষা-বিজ্ঞান... ...	২
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব...	৫
বিজ্ঞান	১
সাহিত্য আলোচনা ...	২
মোট—	১৩টি

নিম্নে প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল,—

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "অকারতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অকারের যথার্থ উচ্চারণ কি, বৈদিক সাহিত্যে ইহার উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পাণিনি ও প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থের রচনার পূর্ব্ব হইতেই এই অ-কারের উচ্চারণ কিরূপে বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, বিভিন্ন প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল ভারতীয় ভাষায় নহে, অবেস্তার ভাষায়ও অকারের এইরূপ বিকৃত অর্থাৎ ওকারের ন্যায় উচ্চারণ ছিল, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-পথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া, বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অকারের বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা,

মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী ও সিংহলী ভাষায় ইহার উচ্চারণ কিরূপ, তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে বৈদিক সংস্কৃত, লৌকিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কোথায় কি ভাবে অকার গ্রস্ত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত উদাহরণ দিয়া এবং আলোচনা করিয়া, ইনি প্রবন্ধের শেষ করিয়াছেন।

(খ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শব্দকোষের আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার অধিকাংশ শব্দই যে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(গ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ কোষের শব্দ, ২ বর্ণবিন্যাসের রীতি, ৩ নূতন অক্ষর, ৪ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

ভাষা-বিজ্ঞান

(ক) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর"—লেখক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল। (খ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অক্ষরলিখন"—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। এই দুইটি প্রবন্ধে লেখকদ্বয় কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যুক্তি সহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা উদাহরণ ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত যে যে বিষয়ে তিনি একমত হইতে পারেন নাই, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

(ক) "কামাখ্যা-মন্দির" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ উক্ত মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিয়া, শেষে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রশস্ত মন্দিরমধ্যস্থ একখানি প্রস্তরলিপির পরিচয় এবং পাঠ

প্রদান করিয়াছেন। এই লিপির দ্বারা জানা যায় যে, কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৮৭ শকাব্দ বা ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অসমীয়া বাঙ্গালায় লিখিত দরঙ্গরাজবংশাবলী নামে একখানি বই আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাও তিনি এই প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

(খ) "সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল"। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়। প্রথমতঃ সুতী গ্রামে প্রাপ্ত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ডের পরিচয়-প্রসঙ্গে পার্সী অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি লিপির অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শেষে সুতী গ্রামের প্রাচীনতা এবং তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ১০৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দে চোড়গঙ্গদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মীরকাশিমের নিজামতীর সময় পর্য্যন্ত সুতী গ্রামে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, প্রবন্ধলেখক পর পর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহু আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) "জাপলী রওশন আরা (আলোচনা)"। লেখক শ্রীরাখালদাস নাগ। ১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় জাপলী রওশন আরার জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। (ঘ) ইহার পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছোট প্রবন্ধে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

(ঙ) "কামরূপের শিলালিপি"—লেখক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত ২৮ খানি শিলালিপির পাঠ এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। লিপির ভাষা অধিকাংশই সংস্কৃত—কয়েকখানি আসামী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।

বিজ্ঞান

(ক) "নিম্নবঙ্গের বিল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি মহাশয় বরিশাল, খুলনা এবং চব্বিশপরগণার মধ্যে অবস্থিত তিনটি বৃহৎ বিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনটি বিলের উৎপত্তির সময় ও কারণ সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক সেই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র, রাজসাহী ত্যাগ করিয়া তাহার বর্ত্তমান

পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি বহুমুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। অনুমান হয়, তাহার মধ্যে তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখই উক্ত তিনটি বিলে পরিণত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি অতি নিপুণতার সহিত সমিতির কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় ২টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। কত জন সভ্য উপস্থিত হইলে স্থগিত অধিবেশনের কোরাম হইবে, সে সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ প্রার্থনা করায় সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, তিন জন সভ্য উপস্থিত হইলে ছাপাখানাসমিতির যে কোন অধিবেশনের কোরাম হইবে। সমিতির তত্ত্বাবধানে এই বৎসর দুইখানি বই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনখানির মূল অংশের ছাপা শেষ হইয়াছে এবং অপর দুইখানির ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ছাপাইয়া সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা এক খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে বাহির করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমিতি, ছাপাখানাসমূহের বিল পাস, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ, প্রেসের ব্যবস্থা, পত্রিকা-মুদ্রণের দর নির্ণয় প্রভৃতি ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য যথাসময়ে ও অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বৎসরে ছাপাখানা-সমিতির সদস্য ছিলেন,—১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ। ২। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী ৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। ৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ। ৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ৬। শ্রীযুক্ত ললিতা-প্রসাদ দত্ত। ৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। ৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। ৯। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উপরোক্ত সদস্যগণ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম সহকারে ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং এ জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনি দক্ষতার সহিত এই বিভাগের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত ইহা গ্রন্থপ্রকাশ

বিভাগে খরচ না করিয়া, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্ম খরচ করা হইয়াছে। লালগোলা স্থায়ী তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে এবং নিম্নলিখিত বই এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **গোরক্ষবিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা শৈবধর্ম্মাবলম্বী নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। বইখানিতে প্রাচীন বঙ্গভাষার অনেক নিদর্শন এবং বিশেষত্ব আছে।

২। **পদকল্পতরু** (৩য় শাখা, ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির মূল অংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকা প্রভৃতি ছাপা হইলেই ইহা প্রকাশিত হইবে।

১। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **উদ্ভিদজ্ঞান**—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৩। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাপা হইতেছে,—

১। **সর্ব্বসংবাদিনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **ন্যায়দর্শন** (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন কোন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে শাখা-পরিষৎগুলিতে আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোন্ শাখা কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর-শাখায় ১০টি, ত্রিপুরা-শাখায় ২টি, বারাণসী-শাখায় ৪টি, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য কাল্না পরিত্যাগ করায়, এ বার কাল্না শাখা-পরিষদে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। এখানে মাত্র পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। গৌহাটী সাহিত্য-পরিষৎ-শাখায় ছয়টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিষদের নদীয়া শাখায় ১০টি, দিল্লী শাখায় ৩টি, রাজসাহী শাখায় ৪টি, খাঁয়াট শাখায় ৫টি, মেদিনীপুর-শাখায় ৬টি এবং (হুগলী) উত্তরপাড়া শাখায় ৬টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমস্ত অধিবেশনে সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়া ও মহামারীর উৎপাতে আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলিতে

আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। কয়েক স্থলে সম্পাদকাদির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশা করি, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার স্থিরতা না থাকায়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়কে, নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ও শান্তিপুরের মুন্সী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়কে এবং নদীয়া শাখা-পরিষৎকে, ২৪ পরগণার মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়কে এবং হাওড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব জেলায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাওড়ায় উক্ত অধিবেশন আহূত হইয়াছিল; তদনুসারে বিগত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় যথাক্রমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় সম্মিলনের মূল সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যথাক্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন-শাখার সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি ব্যতীত সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন, দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন ও বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

পুরস্কার ও পদক

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

৮। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

এই সকল বিষয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎকার্য্যালয়ে আসিয়াছিল। ১ম পদকদাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী। মাত্র তিনটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের মতে কোন প্রবন্ধই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ২য় পদকদাতা—বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। এই বিষয়ে একটিও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৩য় পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পদক দেওয়া হইবে এবং পদকদাতার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ৪র্থ পদকদাতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। ৫ম পদকদাতা "সেবালয়ে"র পক্ষ হইতে সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কেবল তিনটি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন। ৬ষ্ঠ পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৭ম বৃত্তির দাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৮ম পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। মাত্র দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা উক্ত পদক ও পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধপরীক্ষা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩য় ও ৬ষ্ঠ পদকদাতা যে সর্ত্তে পদক দান করিয়াছেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে উক্তসর্ত্তসম্বলিত দাতার পত্র মুদ্রিত হইল।

আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ মহাশয়ের দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে বিষয়াদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পদকের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্মৃতিরক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সমিতি—বিগত ১৬ই চৈত্র তারিখে কবিবরের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত স্মৃতিসমিতির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ জন্য যে ভূমি ও কেশে পুষ্করিণীর স্বত্ব সংগ্রহের কথা গত বারে লিখা হইয়াছিল, আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, কেশে পুষ্করিণীর বর্ত্তমান মালিকগণ উক্ত পুষ্করিণীর স্বত্ব পরিষদের হস্তে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়ে দলিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে—অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য-গুণে পরিষৎকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সম্পর্কে একটি দুঃখের সংবাদ না জানাইয়া থাকা যায় না। এই মহাকবির স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, কাটোয়ার অন্তর্গত কুলাই গ্রামনিবাসী, "প্রসূন"-সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতিসমিতির জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।

(গ) চণ্ডীদাস-স্মৃতি—এই স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রধান উদ্যোগী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটায় এই বিষয়ে কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিসমিতি—কবিবরের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভূমিদান করিবেন। যে সর্ত্তে তিনি পরিষদের হস্তে উক্ত ভূমিদান করিবেন, তাহার দলিলের মুসাবিদা হইয়া গিয়াছে ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত দলিলের খসড়া মঞ্জুর হইয়াছে। স্মৃতিস্তম্ভে যে চারিখানি মর্ম্মর প্রস্তরের ফলক দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত আছে। স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টায় অচিরে কবিবরের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত আশুবাবু এই জন্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

(ঙ) শ্রীযুক্ত এন্, লিওটার্ড মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদে

করিয়াছেন। অত সেই চিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রদাতার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ছ) সখারাম গণেশ দেউস্কর, (জ) মীর মশার্‌রফ হোসেন, (ঝ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ঞ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর, (ট) রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঠ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ড) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ঢ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ণ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ত) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারা যায় নাই। তবে কাহারও কাহারও ফটো সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র। পরিষৎ আশা করেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, হিতৈষী বন্ধুগণের নিকটে উপযুক্ত সাহায্যাদি পাইবেন।

(থ) মনোমোহন বসু—আনন্দের বিষয় যে, কবিবরের পৌত্র, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতামহের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। গত ৫ই আশ্বিন তারিখের বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতিসমিতি—আলোচ্য বর্ষে গত ৩০শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মৃত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় স্বব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র-সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তিব্বতীয় মৌলিক বিষয়ের অনুশীলন জন্য এই স্মৃতি-সমিতি কর্তৃক সঙ্কল্পিত রৌপ্য-পদক প্রদানের উপযোগী অর্থাদি সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

(ধ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই স্মৃতিসমিতি অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র প্রস্তুত ও বার্ষিক পদক দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থসংগ্রহে লিপ্ত আছেন। আনন্দের বিষয়, এই স্মৃতিসমিতির সম্পাদকের পদ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকুশলতায় এই কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই ভাণ্ডারে ১৩২৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ২০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

(ন) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতিসমিতি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি বর্ষে ৩০৲। ৪০৲ টাকা মূল্যের এক সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী অপেক্ষা বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে মিত্র মহাশয়ের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল কার্য্য উদ্ধার জন্য অর্থসংগ্রহার্থ এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে।

(প) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা—স্বর্গীয় মহাত্মার এক মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়া-

ছেন। সর্ব্বসমেত ২১০০৲ টাকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি,পি, কর্ম্মারকার মহাশয়কে দিতে হইবে। চুক্তি অনুসারে মাত্র ৫০০৲ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ২য় কিস্তীর ৫০০৲ টাকা দিবার সময় হইয়াছে। এ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৭০০৲ স্বাক্ষরিত হইয়া প্রা- ৬৫০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৫০০৲ প্রথম কিস্তীর বাবদ ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে। এখনও ১৪০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। মূর্ত্তিনির্ম্মাণকার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মূর্ত্তির ছাঁচ মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহা প্যারিস প্লাষ্টারে ঢালা হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা দেওয়া হইলে প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত হইবে। সুতরাং বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিষৎ এই ১৪০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য দেশবাসী মুক্তহস্ত হইয়া বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা স্বতঃই আশা করা যায়।

(ক) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি—স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ইতিমধ্যেই শতাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, মৃত মহাত্মার এক-খানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর উদ্যম ও চেষ্টার জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চাঁদা স্বাক্ষর-কারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতিসমিতি—পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় স্মৃতিসমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত হেমবাবু এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আগামী বর্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

(গ) রাধাগোবিন্দ কর—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহা স্থির করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় উক্ত চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞ ও উপকৃত করিয়াছেন।

(ঘ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এক বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চিত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত মণিমোহন পণ্ডিত মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্ত্তমান মহার্ঘের দিনে এই সকল স্মৃতি-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করা বিশেষ কঠিন। এ

বিষয়ে পরিষদের সদস্যগণ ও স্বর্গীয় মহাত্মগণের উপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য না পাইলে ও কার্য্যের সাফল্য সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সাধারণের নিকট এই জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। পরিষৎ যথাশক্তি নিজ সামর্থ্য ও সহৃদয় সদস্যগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল গুরু কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যগুলি যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। পরিষদের নিজ উদ্দেশ্যান্তর্গত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পরিষৎকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত হইবার চেষ্টা করেন না। পরিষৎ অনেক সাহিত্যিক কার্য্য অর্থাভাবে ফেলিয়া রাখিতে বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য-সম্পাদনে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। আশা করি, তজ্জন্য সদস্যগণ পরিষৎকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের সুদৃষ্টিপাত হইলে পরিষৎ সকল বিভাগে সকল কার্য্যই যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

ব্যোমকেশ-পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে এই ভাণ্ডারে ১১৩৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। বর্ষারম্ভে গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৭।০ ও এই ১১৩৲ টাকা হইতে ১৭৬৲ টাকা স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারকে সাহায্য করা হয় এবং সাহায্য সংগ্রহ-কার্য্যে বিবিধ হিসাবে ২৸৵০ ব্যয় হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে মাত্র ১১৸৵০ উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই দুর্দ্দিনে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের উপায় ও অবলম্বন-হীন পরিবারের সংসারযাত্রা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা পরিষদের সহৃদয়, উদারচরিত্র সদস্যগণকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে সম্পাদক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন। পরিষদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পরিষদের গঠন ও ইহার জীবনধারণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ও ইহার জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া যিনি অকালে পরলোকগত হইলেন, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের জন্য যথোচিত সাহায্য ভিক্ষা করিতে সম্পাদক ভিক্ষা-ভাণ্ড-হস্তে সকলের নিকট উপস্থিত। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই ভাণ্ড পূর্ণ করিবার জন্য সহৃদয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই ভাণ্ডারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য এই ভাণ্ডারের সহকারী সম্পাদক ও পরিষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর সাহায্য-ভাণ্ডার

(ক) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সাহায্য-

ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার হিসাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ও যাহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(গ) ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার হিসাবও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত বারাসতনিবাসী গণিতশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংসার পোষণের জন্য অর্থচিন্তায় সময় ক্ষেপ করিবার অবসর না দিয়া, যাহাতে তিনি অব্যাহতভাবে নিজ অনুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় পরিষদের কতিপয় সদস্যের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় নাই।

উক্তপ্রকার সাহায্য-ভাণ্ডারে যে সকল সহৃদয় সদস্য পরিষৎকে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ১২ই মাঘ উক্ত সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্থির হয় যে, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-লিখিত "লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য মুদ্রিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি এই বিষয়ে পরিষদে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, পরিষদের অনুমোদিত অনুলিখনরীতি হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন এবং এই সমিতির অন্যান্য সভ্যগণকে উক্ত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য পরিষদে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই শাখা-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

গণিত-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির নাম পরিবর্তিত হইয়া গণিত সমিতি নামকরণ হইয়াছে। এই সমিতির দুইটি অধিবেশন হয় এবং পত্র দ্বারা (Meeting in Circular) একবার সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য্য হয়। দুইটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Rationalization of Algebraic Equations এবং মূল সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ভালরূপে মেরামত করিবার কথা ছিল। ঘটনাক্রমে সামান্যভাবে মেরামত করিয়াই বৎসর কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে ভালরূপ মেরামত না হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আগামী বর্ষের বজেটে এই জন্য এবং ভৃত্যগণের থাকিবার ঘর ও জল-পায়খানা নির্ম্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পুস্তকালয়ের বহু পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই। চিত্রশালার বহু দ্রব্য স্থানাভাববশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিবার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্থাভাবনিবন্ধন এই সকল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। পরিষদের দানশৌণ্ডিক সদস্যগণের নিকট সম্পাদক এই জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের দয়া ব্যতীত পরিষদের সৌষ্ঠব সাধনে পরিষৎ কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তৈলচিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের সৌষ্ঠব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র।

২। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র।

৩। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র।

প্রথমোক্ত চিত্রখানি পরিষৎ স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ ও তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ দাতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মন্দির-ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে পারিতোষিক বিতরণ জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়, বুদ্ধোৎসব সভার জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটী, স্যর শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে খামাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ, বিজয়া-সম্মিলনীর জন্য জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, সঙ্গীত-পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেন্টের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ উক্ত পরিষৎ এবং জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন-সভার জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে পরিষৎ মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহাশয় দ্বারা ১৩২০ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনের পর আর রমেশ-ভবনের উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই। রমেশ-ভবন-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনের পর আর কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের জন্য

রমেশভবন নির্ম্মাণ-কল্পে কোন কাজ করিতে পারেন নাই। সমিতির অন্যতর সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই কার্য্য উঁহার সহজসাধ্য হইবে, আশা করা যায়।

উপসংহার

পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিব। সম্পাদক-ভাবে যে কয়েক বৎসর আমি পরিষদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহার মধ্যে পায় প্রত্যেক বৎসরই আমাকে পরিষদের কার্য্যে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রকেই অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে আশানুরূপ ফললাভ না দেখিয়া কাতরোক্তি জানাইয়া আসিয়াছি। প্রতি বৎসরই ভাবিয়াছি যে, হয় ত আগামী বৎসরে সম্পাদককে আর ঐ প্রকার নিবেদন করিতে হইবে না। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সম্যক্ সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত আছি। এখনও বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতারা আশানুরূপ ভাবে পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে তাদৃশ তৎপর হয়েন নাই, পরিষদের সভ্যের মধ্যে গড়ে এক শতের মধ্যে ১ জনের অধিক এখন মুসলমান সভ্য পাওয়া যায় নাই। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা এখনও তাঁহাদের অতুলনীয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আমাদের উপহার দিতে অগ্রসর হয়েন নাই; এখন তাঁহারা ঐ সকল ভাষায় লিখিত অমর গ্রন্থরাজি ভাষান্তরিত করিয়া, তাঁহাদের ও আমাদের মাতৃভাষার পুষ্টিকল্পে সম্যক্ চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহাদিগকে পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন আর এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা যাহাতে রীতিমত স্থায়িভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাহার সুব্যবস্থা তাঁহারা পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া সকলে একমনে একান্তভাবে করুন। বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির দিনে যাহাতে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জ্জন করিয়া উভয়ের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি উভয়ের সহিত একত্র উপভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রকারে জাতীয় ভাবের আদান-প্রদান হইয়া পরস্পরের প্রতি পরিষদের সম্মান-বৃদ্ধি সম্বর্দ্ধিত না হইলে, হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি কিছুতেই স্থায়ী হইবে না। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই প্রীতির পরিপুষ্টির জন্য আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরিপালন করিয়া, নিজেরা ধন্য হই এবং জাতীয় একতা-সম্পাদনকল্পে প্রধান সহায় যে ভাষা এবং ভাবের ঐক্যসাধন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন অধিকতর মহিমান্বিত হইতে দেখিয়া নিজেরা কৃতার্থ হই।

আর এক সুখের কথা আজি আমার মনকে বড়ই প্রফুল্লিত করিতেছে। পরিষদের চেষ্টায় আমাদের মাতৃভাষা যে, দেশে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত আসন পাইবার পথ পরিষ্কার করিতে দিন দিন কৃতকার্য্য হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন্ মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির মনে আনন্দের সঞ্চার না হইবে? ইহা কম সুখের কথা নহে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণীরা (এমন কি, যাঁহারা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলনের পথে ইতিপূর্ব্বে বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও) এখন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে নূতন সংস্কার-বিধি প্রণয়ন হইবে, তাহাতে এমন বিধান করা হউক, যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল বঙ্গভাষার দ্বারাতেই কি উচ্চশিক্ষা, কি নিম্নশিক্ষা, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, ইহা বিবেচিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই আরব্ধ হউক। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথা মুখে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের নিকট, এমন কি, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকটও উপেক্ষিত হইতে হইত, এখন সেই কথা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে ধ্বনিত হইতেছে। মাতৃভাষাই সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র উপায়, ইহা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুচিন্তিত মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে; পরিষদের পক্ষে ইহা কম সুখের ও গৌরবের বিষয় নহে। আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং আমাপেক্ষা বহু সুকৃতী ব্যক্তি যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি উচ্চ ও নিম্ন সর্ব্ববিধ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে এ দেশে প্রচলিত হয়, এমন আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আজি আহ্লাদের সীমা নাই। কারণ, যে মত পূর্ব্বে উপেক্ষিত ছিল, এখন তাহা দেশমধ্যে লোকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্য অনেক বাকী। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর হই। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির মন্তব্য সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে শিক্ষাপ্রচার-বিষয়ে মাতৃভাষার স্থাননির্দ্দেশকল্পে যে সকল বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই, বরং দুঃখিতই হইয়াছি। আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সমীচীন কথা ঐ রিপোর্টে অবশ্য লেখা হইয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, তাঁহারা দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। আর সত্যকে চাপিয়া রাখা চলে না। জাতীয়তার উন্মেষণের কালে ঐ বিষয়ে একটা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট বিধান হইবে, এই প্রকার আশা আমরা অনেকেই করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কমিটির মাননীয় সদস্যগণ দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া মূল প্রশ্নটাকে বরং আরও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। সময় আসিয়াছে। ঐ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। সুতরাং পরিষৎ হইতে এই দিকে যাহাতে মনোযোগ করা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আজি প্রায় সাত বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। ইতিমধ্যে আমার কত যে ত্রুটি এবং সেবাপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা আমি ভিন্ন অন্য কেহই অবশ্য অবগত নহেন। আমি তাই যুক্তকণ্ঠে আজি পরিষদের সকল সদস্য এবং পরিষৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যক্তির নিকট করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদের সকলকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত উভয়বিধ সেবাপরাধ-সকল ক্ষমা করেন। অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের সাধ পুরাইয়া পরিষদের সেবা—মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি নাই। সে জন্য নিজেকে সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আপনারা আপনাদের মহৎ গুণে আমার সে সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন। তাই এখনও আশা আছে যে, আপনারা বর্ত্তমানে আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সুখের বিষয় এই যে, আমি আজি যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগানুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার সুনিপুণ কার্য্যকুশলতায়, অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃভাষা ও পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা পরিষৎ দিন দিন উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ১৩২২ সালের কার্য্যবিবরণীতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষ্যে আমি জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহাকে হারাইয়া পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমাদের বন্ধু ৺স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ন্যায় একনিষ্ঠ প্রেমিক ও সাধক পরিষদের পক্ষে আর যে কখন আমরা পাইব, তাহার আশা নাই। এই সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা আপনারা জানেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদকরূপে পাইয়া আজি আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। পরিষদের প্রতি ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং সেবাব্রত আমাদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তবে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু একজন অগ্রণী। সুতরাং ভরসা করি যে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কার্য্যপরিচালনে পরিষৎ সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগে ও সেবায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই পরিষদের নানা কাজে অবহিত হইবেন। আপনারা সকলেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার মাতৃভাষানুরাগ এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহার বিচক্ষণতা আপনাদের সম্যক্ বিদিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু আমার এ স্থলে বলিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক,—

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Herald.
৫। The Indian Mirror.

সাপ্তাহিক,—

১। The Hindoo Patriot.
২। The Wold and the New Dispensation.
৩। The Mussalman.
৪। The Telegrap .
৫। এডুকেশন গেজেট
৬। কাশীপুরনিবাসী
৭। খুলনাবাসী
৮। গৌড়দূত
৯। চারুমিহির
১০। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১১। জাগরণ
১২। ঢাকাপ্রকাশ
১৩। ত্রিপুরা-হিতৈষী
১৪। দর্শক
১৫। নীহার
১৬। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৭। পল্লীবাসী
১৮। পুরুলিয়া-দর্পণ
১৯। প্রসূন
২০। ফরিদপুর-হিতৈষী
২১। বঙ্গবাসী
২২। বঙ্গরত্ন
২৩। বরিশাল-হিতৈষী
২৪। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৫। বসুমতী
২৬। বাঁকুড়া-দর্পণ
২৭। বার্ত্তাবহ
২৮। বিশ্ববার্ত্তা
২৯। বীরভূমবার্ত্তা
৩০। বীরভূমবাসী
৩১। মালদহ-সমাচার
৩২। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৩। মেদিনী-বান্ধব
৩৪। মোহাম্মদী
৩৫। রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ
৩৬। রত্নাকর
৩৭। শিক্ষাসমাচার
৩৮। সঞ্জয়
৩৯। সঞ্জীবনী
৪০। সময়
৪১। সুবর্ণা
৪২। সুরাজ
৪৩। হিতবাদী
৪৪। হিন্দুরঞ্জিকা

পাক্ষিক,—

১। Manbhum.
২। তত্ত্বকৌমুদী
৩। ধর্ম্মতত্ত্ব
৪। প্রবর্ত্তক
৫। সম্মিলনী

মাসিক,—

১। Calcutta Medical Journal.
২। Central Hindu College Magazine
৩। Industry
৪। Presidency College Magazine
৫। Rajshahi College Magazine
৬। Ripon College Magazine
৭। St. Columbus College Magazine
৮। Vedanta Kesari
৯। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১০। The Arya
১১। The Mahamandal Magazine
১২। Indian Medical Record
১৩। অর্চ্চনা
১৪। আয়ুর্ব্বেদবিকাশ
১৫। আর্য্যপ্রভা (সংস্কৃত)
১৬। আল্-এসলাম
১৭। আলোচনা
১৮। উৎসব
১৯। উদ্বোধন
২০। উপাসনা
২১। কাজের লোক
২২। কায়স্থপত্রিকা
২৩। কুশদহ
২৪। কৃষক
২৫। কৃষি-সম্পদ্
২৬। চিকিৎসা-প্রকাশ
২৭। জগজ্জ্যোতিঃ
২৮। জন্মভূমি
২৯। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী
৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩১। তত্ত্বমঞ্জরী
৩২। তাম্বুলি পত্রিকা
৩৩। তাম্বুলি-সমাজ
৩৪। ত্রিশূল
৩৫। দিনাজপুর পত্রিকা
৩৬। নব্যভারত
৩৭। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৩৮। নারায়ণ
৩৯। পরিচারিকা
৪০। পল্লীবাণী
৪১। প্রজাপতি
৪২। প্রতিভা
৪৩। প্রবাসী
৪৪। বামাবোধিনী পত্রিকা
৪৫। বালক
৪৬। বিক্রমপুর
৪৭। বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
৪৮। বৈশ্য পত্রিকা
৪৯। ব্রহ্মবাদী
৫০। ব্রহ্মবিদ্যা
৫১। ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫২। ভক্তি
৫৩। ভারতবর্ষ
৫৪। ভারতী
৫৫। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৬। মালঞ্চ
৫৭। মাহিষ্য-সমাজ
৫৮। যুবক
৫৯। যোগিসখা
৬০। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬১। সন্দেশ

৬২। সবুজপত্র
৬৩। সম্মিলনী
৬৪। সম্মেলন পত্রিকা (হিন্দী)
৬৫। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৬। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৭। সাহিত্য-সংবাদ
৬৮। সাহিত্য-সংহিতা
৬৯। সুবর্ণবণিক্‌সমাচার
৭০। সেবক
৭১। সৌরভ
৭২। স্বাস্থ্য-সমাচার

ত্রৈমাসিক,—

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
২। কৃষিলক্ষ্মী
৩। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষশেষে মজুত বিক্রেয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর সংখ্যা

১।	কবি হেমচন্দ্র	৪৪৪
২।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	
	(১-২ খণ্ড)	১০৮
৩।	ঐ (৩য় খণ্ড)	২৯৭
৪।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৪১৮
৫।	কৃত্তিবাসী-রামায়ণ	
	(উত্তরাকাণ্ড)	৬২
৬।	ঐ (অযোধ্যা-কাণ্ড)	৫৮
৭।	শতপথ ব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড)	৫৭
৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৮৪
৯।	বৈষ্ণব পদাবলী	৯৯
১০।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	১০৪
১১।	জয়দেব-চরিত্র	৯৪
১২।	রাধিকার মান-ভঙ্গ	১১৭
১৩।	চৈতন্যমঙ্গল	৩৬
১৪।	রামায়ণতত্ত্ব (২য় ভাগ)	২৭
১৫।	ব্রজপরিক্রমা	৩২
১৬।	কাশীপরিক্রমা	২৭
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়	১৭১৪
১৮।	মায়াপুরী	২২১
১৯।	গৌরপদতরঙ্গিণী	৭৭
২০।	দুর্গামঙ্গল	৪০৫
২১।	ব্যাকরণ ও ১৫শ অতিরিক্ত সংখ্যা	১০২
২২।	শব্দকোষ (১,২,৩ খণ্ড)	৩৮০
২৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	২৫৫
২৪।	প্রাচীন গ্রামের জাতীয় শিক্ষা	৫৬
২৫।	বিজয় পণ্ডিতের	
	মহাভারত (১-২ খণ্ড)	৩১২
২৬।	প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য়)	৩১২
২৭।	ঐ (১ম সংখ্যা)	১১২
২৮।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৪০
২৯।	জ্যোতিষদর্পণ	২৬৯
৩০।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	৮৮৮
৩১।	ঐ (২য় খণ্ড)	৮৮৩
৩২।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩য় খণ্ড)	৮৬৮
৩৩।	কল্কিপুরাণ	৩০৩
৩৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৪৪
৩৫।	সত্যনারায়ণের পুথি	৩২৯
৩৬।	পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	১২৩১
৩৭।	মৃগলুব্ধ	৫৩৮

৩৮।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৬৮৬	৫৫। রাধিকামঙ্গল	২৭
৩৯।	তীর্থমঙ্গল	৬৫৯	৫৬। শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড)	৪০
৪০।	তীর্থভ্রমণ	৫৩১	৫৭। ধর্ম্মমঙ্গল	৩০
৪১।	বৌদ্ধ গান ও দোহা	৪২২	৫৮। রামায়ণতত্ত্ব (১ম ভাগ)	৮
৪২।	গঙ্গামঙ্গল	১২৩	৫৯। রাসায়নিক পরিভাষা	২৪
৪৩।	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা	১৬৩	৬০। চন্দ্রনাথ বসু	২৯
৪৪।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৬৫১	৬১। শ্রীভাষ্য (১-২ খণ্ড)	৪৩
৪৫।	কৃষ্ণকীর্ত্তন	৭৮৮	৬২। ঐ (৩য় খণ্ড)	৫০
৪৬।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	৪১৬	৬৩। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৫৩
৪৭।	জ্ঞানসাগর	৫২৯	৬৪। ঐ (৫ম খণ্ড)	৭৫
৪৮।	সারদামঙ্গল	[illegible]	৬৫। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ	৯
৪৯।	শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস	[illegible]	৬৬। ছন্দোমঞ্জরী	১৭
৫০।	স্বারদর্শন	[illegible]	৬৭। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৯
৫১।	সভাসমাজের ক্রমবিকাশ	২১৯	৬৮। নবদ্বীপপরিক্রমা	৪
৫২।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	১৪	৬৯। শূন্যপুরাণ	২৩
৫৩।	ব্রতকথা	২৯	৭০। বিদ্যাপতির পদাবলী	০
৫৪।	দুর্গাবরের মহাভারত		৭১। গোরক্ষবিজয়	৯৫০

পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক আয় ব্যয়-বিবরণ

আয়—			ব্যয়—		
চাঁদা		১০০০৩	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		১৫৮৪৸
সদর	৫১১১		সম্পাদন	৬৫০॥০	
মফস্বল	৪৮৯২		কাগজ	৮১০৸৵৩	
	১০০০৩		মুদ্রণ	৩৮৮॥০	
প্রবেশিকা		৩৫	বাঁধাই	১৯৭/০	
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়		৫৭৬৴০	ডাক	২৷৵৬	
গ্রন্থাবলী	২১		বেতন	৪৯৮/৩	
পুস্তক	৫৫৫৴০		গাড়ীভাড়া	৫৷৵৩	
	৫৭৬৴০		বিবিধ	৩০৸৵৬	
		১০৬৪৪৴০		২৫৮৪৸৯	

আয়—

জের—		১০৬৪৪৵০
পত্রিকা বিক্রয়		৯৬৲
বিজ্ঞাপনের আয়		৮৪৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়		৭৭৭।৴৬
এককালীন দান		১৮৫০৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
মিউনিসিপালিটী	৬৫০৲	
	১৮৫০৲	
স্মৃতিরক্ষার আয়		৭৩২॥৵০
পদক ও পুরস্কার		১৫৫৲
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়		৪৭৸৵০
বিবিধ আয়		৬৯৸০
পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে পচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা		১০০৲
হাওলাত আদায় জমা		১৪০০৲
হাওলাত জমা		১৭২৫৲
আমানত জমা		২৪২৲
		১৭৯২৩৸৬

ব্যয়—

জের—		২৫৮৫৸৯
পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ		২৮৬৮৶০
কাগজ	১৯৪৬৶৬	
মুদ্রণ	৭৮০৸০	
ছবি	৩৯৶৯	
বাঁধাই	৪৯৸০	
বিবিধ	৫১৸৶৯	
	২৮৬৮৶০	
পুস্তকালয়		১৭৩৯৷৶৬
পুস্তক বিক্রয়	৩২॥০	
বাঁধাই	১৭৭৸৶০	
আসবাব	১১০০॥৴৬	
তালিকা মুদ্রণ	৪১৮।৯	
দপ্তর সরঞ্জামী	২৲	
বিবিধ	৮৵৩	
	১৭৩৯৷৶৬	
পুথিশালা		১২।৯
ফিতা খরিদ	১০।০	
বিবিধ	২।৯	
	১২।৯	
বিবিধ মুদ্রণ		৩৭৯৴৬
চিত্রশালা		৫৪১৸৵৬
ডাকমাশুল		১৩২৬৸৶৬
পত্রিকা প্রেরণ জন্য	৬৬৩৸৶৯	
অধিবেশনের পত্র জন্য	৬১০৷৴৩	
সাধারণ পত্রাদি জন্য	৫২॥৶৬	
	১৩২৬৸৶৬	
		৯৪০২॥৶৬

ব্যয়—

জের ——		৯৪০২৷৶৬
মেরামত		২৪২৷৩
গৃহ	৪২ /৩	
আসবাব	৪৬৴	
ছবি	২৭৲	
আলোক ও পাখা	১৬৮৲	
	২৪২৷৩	
কমিশন		১০৩৷৵৯
চাঁদা আদায়	৮৮৷৵৯	
পুস্তক বিক্রয়	১৲	
বিজ্ঞাপনের	১৪৲	
	১০৩৷৵৯	
মিউনিসিপাল ট্যাক্স		২৬২৲
ইলেকট্রিক আলোক ও পাখার বিল		১৮৬৸০
ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া		[illegible]
ভৃত্যদিগের পোষাক		৫২৲
দপ্তর সরঞ্জামী		১৭৯৵৬
নূতন আসবাব		১০১৸৴
বেতন		৩৭৫১৷৵৬
গাড়ীভাড়া		১৫৪৵০
সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়		৮১৷/৬
স্মৃতিরক্ষার ব্যয়		৬৯৯৷০
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ		৪৩/৬
পুরস্কার ও পদক		৩৫৲
বিবিধ ব্যয়		১৩৭৷/৩
পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ		১০৯৮৵৬
হাওলাত দাদন খরচ		১৯৭৲
হাওলাত শোধ		২০২৫৲
আমানত শোধ		১১৮৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদখাতে খরচ		৮৩৵৭
		১৮০৪৬৻৩

আয়:—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		
(ক) সাধারণ তহবিল		৪০৫৷৶৩
ডাকঘরে	১৮০৷০	
কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	২০৬৶৬	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৯৶৯	
	৪০৫৷৶৩	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৪৯৬৷৵২
কোম্পানীর কাগজ	১৩০০০৲	
পোষ্টাল ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ার লোন	২০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘর	৯৯৬৷৵২	
	২১৪৯৬৷৵২	
		২১৯০২/৫
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ হাওলাত হইতে জমা)		১৬০৯৮৸৬
		৩৮০০০৸/১১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয়—		১৫৮২৭৸৶৯
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)		
উদ্বৃত্ত		২২১৭২৸৶২

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

(ক) সাধারণ তহবিল		২৮৮৴৬
কোষাধ্যক্ষের		
হস্তে মজুত	৯৫৲	
ডাকঘরে	১৮৫৲	
হস্তে নগদ মজুত	৵৬	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৸৶	
	২৮৮৴৬	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৮৮৪।৶৮
কোম্পানীর কাগজ	১৭০০০৲	
পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৭০০০৲	
ওয়ার লোন	১০০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘরে	২০৮৪।৵৮	
	২১৮৮৪।৶৮	
		২২১৭২৮৶১

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসুধাকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
সভাপতি।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।
১।২।২৬

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

	বিবরণ	টাকা
১।	সম্পাদক রঙ্গপুর শাখাপরিষৎ	৪৭/৩
২।	ময়মনসিংহ কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	১।৶৬
৩।	সাহিত্য সংরক্ষণ সমিতি	১৪৫৲
৪।	পুরস্কার ও পদক	১৪২৲
৫।	অগ্রাহ্য খুচরা	৬৮৸৵৬
৬।	সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৫৲
৭।	বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৭/০
৮।	কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	৸/০
৯।	বর্দ্ধমান ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ বিক্রয়	৮৲
১০।	যদুনাথ সিংহ	১০৲
১১।	শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	৬৲
১২।	বিদ্যাপতি পুস্তক বিক্রয়	২৯০৸০
১৩।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২॥০
১৪।	নব্যরসায়নী বিদ্যা	॥৶০
১৫।	ব্যোমকেশ পারিবারিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পুস্তক বিক্রয়	৵০
১৬।	৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ দান	৯০৲
১৭।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যার্থ দান	৬৲
১৮।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয়	॥০
১৯।	[illegible]	৩॥০
		[illegible]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল

হিসাবরক্ষক

২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

সাধারণ তহবিল

	বিবরণ	টাকা
১।	সম্পাদক নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি	১০৲
২।	" রমেশ ভবন	১০৭/৯
৩।	ম্যানেজার ওইলকিন্স প্রেস	২৭৶০
৪।	শ্রীযুক্ত এস্. কে, লাহিড়ী	৫৲
৫।	শ্রীরামকুমার দত্ত	১৯৭৸৩
৬।	সম্পাদক ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন	৯০৲
৭।	" রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা	১৪৮৸০
৮।	" কাশীরাম স্মৃতি	১৮।৶৩
৯।	শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১০৲
১০।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
১১।	সম্পাদক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৬৶০
১২।	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মিত্র	১০৲
১৩।	" ম্যানেজার কটন প্রেস	৪৯১॥০
১৪	" অমৃতগোপাল বসু	৸০
১৫	মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৲
১৬	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৸০
		১২৩৩।/০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক

২৭।১।২৬

১৩২৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

১।	চাঁদা	১০,০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲
৪।	পত্রিকাবিক্রয়	১৩৬৮।০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫৲
৬।	সুদ আদায়	৮২০৲
৭।	এককালীন দান	৫০৫০৲
৮।	পুরস্কার	১১৫৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৪৫৲
১২।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১০৩৶৩
		২০৪৭৭৷৶৩

ব্যয়—

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৪০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২০০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৪৯৬৲
৪।	পুথিশালা	৮৭০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৩৫০৲
৬।	চিত্রশালা	৩২০৲
৭।	ডাকমাশুল	১২০০৲
৮।	বেতন	৭৫০৲
৯।	কমিশন	১০০৲
১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১।	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল	২২৫৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘর ও পায়খানা প্রস্তুত	৬০০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
১৪।	" পোষাক	১০০৲
১৫।	মণ্ডপসংস্কার	১৫০৲
১৬।	আসবাব	১২৫৲
১৭।	বে[illegible]	৩০৮০৲
১৮।	গাড়ীভাড়া	১২৫৲
১৯।	সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়	৭০৲
২০।	ছাত্রদত্তোর পুরস্কার	৮০৲
২১।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০০৲
২২।	পদক ও পুরস্কার	১১৫৲
২৩।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২৪।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
২৫।	অভ্যর্থনার ব্যয়	৫০৲
২৬।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
২৭।	বিবিধ ব্যয়	১২৫৲
২৮।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	৯৭৷০
		১৭৩১৫৷০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।

শ্রীচুনীলাল বসু
শ্রীবিনোদবিহারী বসু
শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৫ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—

গত বর্ষের জের	৭৭।০
বর্ত্তমান বর্ষের আদায়	১১৩৲
	১৯০।০

কৈফিয়ৎ—

আয়	১৯০।০
ব্যয়	১৭৮৷৵০
উদ্বৃত্ত	১১৸৶০

আয়—

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত	৷৴০
সহকারী সম্পাদকের নিকট মজুত	১১৴০
মোট—	১১৸৶০

মং এগার টাকা দশ আনা মাত্র।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।
২।২।১৩২৬

ব্যয়—

সন ১৩২৫ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান— ১৭৬৲

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্যদান	১০৫৲
৺পূজার সময় এককালীন দান	২৩৲
অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ১৬৲ হিঃ সাহায্য দান	৪৮৲
	১৭৬৲
১৩২৫সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত টাকা আদায়ের জন্য ট্রাম ভাড়া	২৷৷৵০
	১৭৮৷৷৵০

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিসাব-পরীক্ষক।
১১।২।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি—ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের অধিবেশন ও সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি। ১৬।২।২৬

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারে দানদাতৃগণের তালিকা

(১৩২৫ সালে প্রাপ্ত)

মাসিক সাহায্য—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩২৩ অগ্রহায়ণ নাগাদ চৈত্র)	৫০৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (কার্ত্তিক নাগাদ চৈত্র)	৬৲
	৫৬৲

এককালীন দান—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ	২৲
কোন বন্ধু (হেমবাবুর মারফত প্রাপ্ত)	২৫৲
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	৫৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার	৫৲
" মৃগাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৲
" মহেন্দ্রনাথ আঢ্য	১৲
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৲
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৲
" প্রকাশচন্দ্র সরকার	৫৲
	১১৩৲

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক। ২।২।১৩২৬

পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণকল্পে প্রাপ্ত সাহায্য

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১৲
২। " ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ১৲
৩। " রায়বাহাদুর চুণীলাল বসু ১৲
৪। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ১৲
৫। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲
৬। " স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ১৲
৭। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৲
৮। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র ১৲
৯। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲
১০। " মৃণালকান্তি ঘোষ ১৲
১১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৲
১২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৲
১৩। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৲
১৪। " রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৲
১৫। " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১৲
১৬। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
১৭। " স্যর আশুতোষ চৌধুরী ১৲
১৮। " ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ১৲
১৯। " রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৲
২০। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৲
২১। " রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ১৲
২২। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲

২৩

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূর্ণকুমার পাল
১৭।২।২৬

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কল্পে প্রাপ্ত সাহায্যের তালিকা

মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর ১০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর ১০০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫০৲
মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী ৫০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৫০৲
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৫০৲
মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ২৫৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৫৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু ২৫৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস) ২৫৲
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ২৫৲
" " সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ১৫৲
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৲
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১২৲
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৲
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ১০৲
" স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ১০৲
" চুণীলাল মণ্ডল ১০৲
" পূর্ণচন্দ্র বারিক ১০৲

শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ ১০৲
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ৫৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ৫৲
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৲
„ সত্যানন্দ গোস্বামী ৫৲
„ অমিয়নাথ মজুমদার ৫৲
„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ৫৲
„ সিদ্ধেশ্বর গঙ্গাই
„ রায় কিরণচন্দ্র দত্ত
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ২৲
„ চিন্তাহরণ সিংহ ২৲
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ২৲
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ২৲
„ সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৲
„ গিরিজাভূষণ মিত্র ১৲
যতীন্দ্রনাথ দত্ত ১৲

৬৮৩৲

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রাপ্ত দান

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত "লক্ষ্মীনিবাস"
শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ৫৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৲
রায় বাহাদুর „ চুণীলাল বসু ৫৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৲
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৲
মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ২৲
ডাক্তার „ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ২৲
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ২৲
রায় বাহাদুর „ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ২৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ২৲
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৲
„ মৃণালকান্তি ঘোষ ২৲
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲
ডাক্তার „ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ২৲
„ অমৃতলাল দত্ত ১৲
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৲
„ দেবনারায়ণ ঘোষ ১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসর্ব্বাকুমার পা
১৭।১।২৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মন্তব্য

১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনাদায়ী চাঁদা সমেত মোট ৫২৫৫৭৮৶০ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৪।১২।২৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ১৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী চাঁদা বাবদ ২২১৯৬।০ টাকা সদস্যগণের চাঁদার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৩২৫সালের চৈত্র-শেষে মোট ৩০৩৬১৷৶০ টাকা চাঁদা জমা ছিল। কেবল ১৩২৫ সনের সদস্যগণের ১৯৬৯৪৲ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ১৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী প্রায় ৫০০০৲ টাকা বাদ দিলে ১৪৬৯৪৲ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১০০০৫৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। সমস্ত বাকী চাঁদার তুলনায় শতকরা প্রায় ২০৲ কুড়ি টাকা এবং ১৩২৫ সালের প্রাপ্য চাঁদার তুলনায় শতকরা ৬৮৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আদায়ের পরিমাণ যাহাতে আরও বেশী হয়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৩২৫ সালে পরিষদের মোট আয় ১৭৯২৩৮৶ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮০৪৫৶৩ টাকা। এ বৎসরও আয় অপেক্ষা ব্যয় ১২২৶৯ টাকা অধিক হইয়াছে এবং গত বৎসরের উদ্বৃত্ত থাকিয়া ১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে মাত্র ১০৩৶৬ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বাকী চাঁদার অর্দ্ধাংশ এবং বাৎসরিক দেয় চাঁদা নিয়মিত আদায় হইলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আপনা হইতে বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইতি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৪।২।১৩২৬

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি—(সভাপতি)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীফণীন্দ্রকুমার সান্যাল, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু, শ্রীমন্মথনাথ দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীকানু বিশ্বাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য ছিলেন। পূর্ব্বে পরিষদের অধিবেশনে প্রায়ই আসিতেন ও যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই নানা প্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন এবং সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই জন্য তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল। তিনি একজন বিশেষ গুণী ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একজন বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় অনেক ভাল ভাল সমালোচনা তাঁহার লেখনী-প্রসূত। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। পরিষৎ এই বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্, বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক এবং কলাশাস্ত্র-বিশারদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া অন্ত আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

২। "তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু প্রথম হইতেই পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই ইঁহার সুহৃদের কাজ করিয়াছেন। তিনি একাধারে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একজন কলাশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত-রচনায়, সঙ্গীতে স্বরলিপি যোজনায়, সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পরিষৎ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি মিরার পত্রে অনেক নাটকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

বক্তা জানাইলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনকালে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার রচিত 'মান' নামক নাটকখানি কতকগুলি সুন্দর কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সমষ্টি—তিনি এই 'মান' কৃষ্ণলীলার মানভঞ্জন সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব দুইটি অনুমোদন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু নাটকের সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে তাঁহার সেই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ ভাবে, অল্প কথায় ও বিশিষ্টভাবে সমালোচনা করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। কোন একখানি প্রহসনের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"There is something new in this book and there is something good in this book, but the goods are not new and the news are not good."

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার সখা ও সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক সভা-সমিতিতে আমোদ উৎসবে একত্রে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত

যোগ্যতা ও প্রতিভার দাবী খুব কম লোকই করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীত-শিক্ষা ও তাহার সাধনার দ্বারা উৎকর্ষ লাভের কারণ তাঁহার অভিমানশূন্যতা। বেশী বিদ্যা শিখিলে অভিমান-শূন্যতা আপনিই আসে। ৺বৈকুণ্ঠ বাবু অভিমানশূন্য ছিলেন। তিনি সুন্দর বাজাইতে পারিতেন এবং সর্ব্বদা গায়ককে সামলাইয়া লইয়া বাজাইতেন; নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ অমায়িকতা ছিল ও তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। কাহাকেও মনঃপীড়ার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি সমস্ত সৎকার্য্যের সহায় ছিলেন ও কলিকাতার সমস্ত সৎকার্য্যে যোগদান ও উৎসাহ দান করিতেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹ টা

উপস্থিত—

(পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সধবার একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (ঢাকা), (খ) দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লালপুর), (গ) ব্রজপদ সিংহ (মুর্শিদাবাদ), (ঘ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কাশী) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৩। নিম্নোক্ত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, "সধবার একাদশী" গ্রন্থ সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ কর্তৃক একটি কঠিন নিয়ম জারি হইয়াছে। তিনি এই নিয়ম জারির কারণ অবগত নহেন। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সধবার একাদশী সম্বন্ধে এক আলোচনা পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, সধবার একাদশী গ্রন্থ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের প্রতিষেধের প্রতিবাদ কর্ত্তব্য কি না, তাহার আলোচনার সময় এখন নহে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে যে নাটকীয় প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রতিষেধে নির্ব্বাপিত হয় না। যে নাটকের প্রতিষেধ হইয়াছে, তাহাতে রুচিবিকার দেখা যায় না। Drydenএর কবিতায়, এমন কি, Bibleএ অনেক রুচিবিকার দেখা যায়—কিন্তু তাহাদের প্রতিষেধ হয় নাই। কারণ, সেগুলি Classic। প্রবন্ধকার যে ভাবে নিমচাঁদের চরিত্র ফুটাইয়াছেন, যে ভাবে দীনবন্ধুর স্বভাব ও চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দপ্রদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু, প্রবন্ধে মধুসূদনের সহিত নিমচাঁদের তুলনার অংশ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। কেন না, তিনি মধুসূদনের নিকট আত্মীয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্ মহাশয় বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ না পড়িয়া (যেহেতু তিনি প্রবন্ধ-পাঠের পর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন) তাহার সমালোচনায় পথপ্রদর্শক হইতে ইচ্ছা করেন না; তবে সধবার একাদশী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। এই গ্রন্থকে Classic বলিলে চলে। রুচি, কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। সেক্‌স্‌পিয়রে অনেক অশ্লীল কথা আছে—বিদ্যালয়ে যখন সেক্‌স্‌পিয়র পড়ান হয়, তখন তাহার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া পড়ান হয়। যে সময় স্ত্রীলোকেরা যে ভাষায় কথা কহিত, এখন পুরুষেরা ইয়ারকির মহলেও সে ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। গেটের নাটক না পড়িলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—কিন্তু তাঁহার নাটকের এক অঙ্কে সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে "জুগুপ্সা" হিসাবে অশ্লীলতা আছে। কিন্তু ইহা বাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, উহা Classic। ইংরাজিতে এমন নাটক চালত আছে যে, পাঠক যদি নিজেকে বর্শ্মে আবৃত

রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহার নৈতিক অবনতি হয়। একখানি ইংরাজি নাটকে আছে যে, কাহারও স্ত্রী অসতী হইলে তাঁহার দুইটি শিং বাহির হয়।

বক্তা আরও বলিলেন,—যে গ্রন্থ ৫০ বৎসর চলিত হইয়া আসিয়াছে—যাহার সহিত দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন মহাকবির নাম জড়িত—তাহা Classic। এত দিন পরে তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। কে এত দিন পরে এই নীতির অভিভাবক হইলেন, তাহা জানিতে চাহি। আজকাল কলিকাতায় অনেক সিনেমা হাউস চলিতেছে—তাহাতে নিত্য নিত্য কত চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেই সকল চিত্রের অনেক চিত্র দেখিলে রুচিবিকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতে Classic কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই এবং হইতে পারে না। অথচ বর্ত্তমানে অনেক নিষেধোপযোগী নাটকের প্রচার নিষিদ্ধ হইতেছে না। সধবার একাদশী লোকের চিত্ত বিকৃত বা মলিন করে না, বরং ইহাতে moral lesson অনেক পাওয়া যায়। রাজনৈতিক হিসাবে অনেক নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়াছে—তাহা আমরা সহিয়াছি। কিন্তু এত দিনে সধবার একাদশী যখন প্রতিষেধ হইল, তখন এই প্রতিষেধের প্রতিবাদ সকল সাহিত্যিকেরই করা উচিত। আমার মনে হয়, সাহিত্য সম্বন্ধে—যাহাতে রাজনীতি নাই, শুধু ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বর্ত্তমান, সে বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ললিত বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ প্রতিষেধ হইলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস নষ্ট হইবে।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আলোচ্য প্রবন্ধের কতক আলোচনা হইয়াছে। সধবার একাদশী প্রতিষেধ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থিত হইলে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ হইবে।

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, কবি ও নাটককার ভিন্ন দীনবন্ধু বাবু সামাজিক চিত্রকর ছিলেন—অতি অল্প লোকেই সমাজের সকল উচ্চ-নিম্ন স্তর ঐরূপ ভাবে Study করিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি বইএ এক একটি সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত; লীলাবতীতে কৌলিন্যপ্রথার চিত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার যে-কোন বই বন্ধ হইলে তৎকালীন সেই বিষয়ের সামাজিক চিত্র নষ্ট হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাস হিসাবে এবং পূর্ব্বকালের চিত্র হিসাবে এই সকল চিত্র রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।' দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া পুস্তকের রুচি নির্ণয় করা আবশ্যক। সামাজিক চিত্র দেখাইতে হইলে ভাল এবং মন্দ, উভয় অংশই সমান ভাবে দেখান উচিত। অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হইলে চিত্রগুলি অপরিস্ফুট হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে বিলাসভাবের কথা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার করা হইবে। তবে পাঠ্য পুস্তক করিতে হইলে ঐ অংশ বাদ না দিলে চলিবে না। সধবার একাদশী তাহার কার্য্য করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে হয় ত তাহার ততটা উপযোগিতা বা প্রয়োজন নাই—কিন্তু উহা বন্ধ করিবার বা উহার অংশবিশেষ বাদ দিবার প্রয়োজন বোধ হয় না—অধিকন্তু তাহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। "পুস্তকের উদ্দেশ্যই পুস্তকের রুচিবিকার বিবেচনার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর পুস্তক ছাপাইয়া Temperance Society অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থ প্রতিরোধ করা সঙ্গত নহে ও কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু মধুসূদন সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সহিত একমত নহেন। দীনবন্ধু বাবুর নিজের মত লিখিয়া প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ললিতবাবু ভালই করিয়াছেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল।

৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বিলাত গমন করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি আর এস মহাশয়কে বর্ত্তমান বর্ষের গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। (ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), (গ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিত্র (কান্দী) ও (ঘ) লক্ষ্মণ সিংহ (মুরশিদাবাদ)—এই চারিজন সদস্যের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত তারাচরণ পাল	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেওড়াফুলি হাট, বটতলা, হুগলী।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ		২। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর শাখা—১৩২৪

১৩২৫ বঙ্গাব্দে এই সভা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন সদস্য ১, বিশিষ্ট সদস্য ৫, অধ্যাপক সদস্য ৬, সহায়ক সদস্য ৭, সাধারণ সদস্য ২৩৯, ছাত্র সদস্য ৫০, একুন ৩০৮।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। পূর্ণেন্দু বাবুর পরিবারের জন্য এই সভা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন।

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩২৪ তারিখে এই সভার দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনিবার্য্য কারণে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রায় শেষভাগে দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে একত্রে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হইয়াছে। ১৩২৫ বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এবং ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দশ বর্ষারম্ভ গণনা করা হইতেছে।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ (১৩২৪।২৫) বর্ষদ্বয়ের ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহকারী সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ৪ জন সহকারী সম্পাদক এবং ছাত্রধ্যক্ষ ও চিত্রশালাধ্যক্ষ মোট ১২ জন লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে ২টী সাধারণ ও দুইটী বিশেষ মোট ৪টী কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বর্ষে একটী মাসিক ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়। দ্বাদশ বর্ষে নিম্নোক্ত দুইটী অধিবেশন হয়।

	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	
৫ম অধিবেশন ২৩শে বৈশাখ, ১৩২৪।	হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচি এম্ এ,	রঙ্গপুর সুবর্ণবহ সরকারী স্কুলের দুষ্প্রাপ্য চাপরাস (সন ১২৬৮ বাং)	শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস কর্তৃক উপহৃত।
ষষ্ঠ অধিবেশন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	বর্দ্ধমান ভূগোলের প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ,		

প্রথম অধিবেশন	সংস্কৃত ভাষার	গৌড়ের চিত্রাবলী	শোক প্রকাশ
২৬শে ফাল্গুন, ১৩২৪	পরিণাম।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ	সভার উৎসাহী সদস্য
	শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র	গুপ্ত এম্, এ,	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
	বেদান্ততীর্থ	আই, সি, এস।	মহাশয়ের পরলোক গমনে

বিশেষ অধিবেশন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এসসি মহাশয় "উদ্ভিজ্জের মনস্তত্ত্ব" (Psychology of Plants) সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ বক্তৃতা করেন। উহার প্রথম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও দ্বিতীয় অধিবেশনে তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, মিঃ পি, জে, মেটা, এম্, ডি, বার-এট-ল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, বি এসসি মহাশয় কতিপয় পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, প্রবাসী, নারায়ণ, গৃহস্থ, স্বাস্থ্য-সমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ-সমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, অর্চনা, জগজ্জ্যোতি, বাঁহী, প্রতিভা, বোধিনী, সৌরভ, উপাসনা, শিল্প-পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, সুরাজ ও রঙ্গপুরদর্পণ—এই সকল সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই সভা বিগত বর্ষে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের প্রতিনিধিরূপে একজন সাহিত্যসেবীকে টেক্‌স্‌ট বুক কমিটিতে গ্রহণ করা হউক। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় গত ১৭।৭।১৮ তারিখে ২২০১ এসি পত্রদ্বারা ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত সম্মিলন কর্ত্তৃক এতদর্থে গঠিত শাখা-সমিতির গত ৩।১১।২৭ তারিখের অধিবেশনে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন ও এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ঐ টেক্‌স্‌ট বুক কমিটিতে গ্রহণার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিগত বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, ডি এল মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ২৬ এ ও ২৭ এ শ্রাবণ তারিখে জন্মাষ্টমীর অবকাশে বগুড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, বার-এট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা সৈয়দ আফতাব আলি সাহেব বাহাদুর বগুড়াবাসীর পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যিকদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং বগুড়ার

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল এম এস মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

সভার মুখপত্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দশম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর-শাখা—১৩২৫

১৩২৬ বঙ্গাব্দে এই সভা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্যের মৃত্যু :—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার ভূম্যধিকারী বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মালদহ ইংরেজাবাদের অধিবাসী কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষদ্বয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চারিটী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে।

বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন না হওয়ায়, বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ তারিখে আহূত অধিবেশন লইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে মোট দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক
প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২২শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা (পূর্ব্বাংশ)।
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। ২২শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত অদ্বৈত-মঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল নিরূপণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২৯শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা (উত্তরাংশ) (বক্তৃতা)।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। ১১শে শ্রাবণ, রবিবার	শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়-লিখিত "ভক্তি কবিতা"। এই অধিবেশনে (ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং (খ) ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় প্রদত্ত শাহ আলম বাদশাহের মুদ্রা প্রদর্শিত হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়ের লিখিত "বদরপুরের
২১শে ভাদ্র, রবিবার কেল্লা ও শিলালিপি"।

বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন মহাশয়ের লিখিত "সৃষ্টিতত্ত্বে প্রাচ্য
২৫শে কার্ত্তিক, রবিবার ও পাশ্চাত্য"।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "বিবেককার
৭ই পৌষ, রবিবার শূলপাণি"। এই সভায় (১) রংপুর বামনডাঙ্গার জমিদার বিপিন-চন্দ্র রায় চৌধুরী এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত "সত্যনারায়ণের
১২ই ফাল্গুন, রবিবার পাঁচালী সম্বন্ধে আলোচনা।"

নবম মাসিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে
১৬ই চৈত্র, রবিবার শ্রীহট্ট"।

দশম মাসিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি এ,বি টী মহাশয় লিখিত "গাজী কালু ও
২৮ বৈশাখ, রবিবার চম্পাবতীর পুঁথি"।

নিম্নলিখিত হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণ শাখার গ্রন্থাগারে পুঁথি ও পুস্তকাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, মৌলবী মোহাম্মদ আমিরুদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার সাহিত্য-সভার সম্পাদক, গৌহাটী শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক ও সারস্বত-সম্মিলন সম্পাদক।

বিগত বর্ষে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী, নারায়ণ, স্বাস্থ্যসমাচার, ব্রাহ্মণসমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, অর্চ্চনা, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রতিভা, ভোধিনী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, The Devalaya Review, আর্য্যবিভূতি, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, সঞ্জয়, জুমনা, সুরাজ, রঙ্গপুর-দর্পণ।

"নারায়ণ"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ২৩এ ফাল্গুন, শনিবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দ তারিখে স্থানীয় এডওয়ার্ড স্মৃতিভবনে এক সাহাসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

চিত্রশালা পরিদর্শন—বিগত বর্ষে অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম এ, পি আর এস্ এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, বারিষ্টার ও মুর্শিদাবাদ বালুচরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুপৎ সিং ও শ্রীযুক্ত জগপত সিং মহোদয়গণ রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন,—জন্মাষ্টমীর অবকাশে বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র হইতে জলপাইগুড়ী নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করা হইয়াছিল। সাময়িক জ্বরের প্রাবল্য নিবন্ধন তত্রত্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধে কেন্দ্রসভা এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে, পূজাবকাশের অন্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্মিলনের অধিবেশন করা হইবে। বর্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতেছে।

সভার মুখপত্র,—বিগত বর্ষে সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩, ১ম—৪র্থ এবং ১৩২৪, ১ম—৪র্থ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রসভা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রাজসাহী শাখা—১৩২৫

পৃষ্ঠপোষক—সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, সহকারী সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম এ, বি এল এবং রায় শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম এ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণ ইহার বিশিষ্ট সভ্য। সভার সাধারণ সভ্যসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি মাসিক অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম অধিবেশন ৬ই বৈশাখ। আলোচ্য-বিষয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মজুমদার বি এ। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম এ, মাতৃভাষা অবলম্বনে শিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু এম এ, এবং শ্রীযুক্ত কৌশিকীচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-সম্বলিত শিক্ষাপ্রণালীর একটি ধারা দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৫ই আষাঢ়। আলোচ্য বিষয়—"শিক্ষায় মাতৃভাষার উপযোগিতা", প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিশেষ অধিবেশন—২০শে মাঘ। পরলোকগত ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন করা হয়। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ,. বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি টি, মৃত মহাত্মার জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৫

পরিষদের নিয়মানুসারে বৎসরের প্রারম্ভে একটি সাধারণ অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হয়। পরে চারিটি অধিবেশনে নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ এবং লেখকের নাম—

১। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র
২। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্পকলা— ঐ ঐ
৩। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী
৪। জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ

প্লেগ্ এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে এ বৎসর আর কোন অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে সভ্যসংখ্যা ছিল ৩২; পুস্তকাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৩৯২। আয় ৬০৲, ব্যয় ৫০।৶১০।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।
সম্পাদক।

চট্টগ্রাম শাখা—১৩২৫

বিগত বর্ষে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শ-চরিত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর-গমন, মহাকবি নবীনচন্দ্রের সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসব কবি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিনন্দন, মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে আনন্দ প্রদান ও চট্টলের সুকৃতি সন্তান শ্রীযুত বিভূতি-ভূষণ দত্ত এম্-এস্-সি মহোদয়ের পি-আর-এস্ উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি উপলক্ষে যথাক্রমে পরিষদের পাঁচটি বিশেষ অধিবেশনও হইয়াছে।

২রা চৈত্র রবিবার মহাপাড়া 'মগধেশ্বরী' তটে জন্মভূমির অমর কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ক্ষেত্রে সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুত বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা, নোয়াখালী, খড়ল প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবি নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের এ পরিষৎ বিশেষ গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিদুষী মহিলা কুমুদিনী দাস ভারতী, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ মহাত্মগণের পরলোকগমনেও এ পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন।

পরিষদের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণের রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি পঠিত হয়। কবিতা—

মহাত্মার মাতৃদর্শন—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
গোবিন্দ-প্রয়াণ— " " "
বনপথে আত্মপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেন
চট্টল-বন্দনা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, স্মৃতিতীর্থ
আত্মানুভূতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ
শ্মশানে—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
পল্লীবাসী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লালা এম্ এ, বি এল্
মায়ের আহ্বান—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস এম এ
সৈরিন্ধ্রী কাব্যের কয়েক সর্গ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ
নবীন-স্মৃতি—শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
মিলন—শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী

(প্রবন্ধ)

শৈলপথে হাতীখেদাভিযান—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লালা এম্ এ, বি এল্
মীনচেতন—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস
মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর—শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ
রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ
কৈকেয়ী-কলঙ্ক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্
আয়ুর্ব্বেদীয় সাহিত্য ও তাহার দার্শনিক ভিত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন সেন বি এ, কবিরঞ্জন, বৈদ্যশাস্ত্রী
বঙ্গভাষা—শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
মৃত্যুঞ্জয়—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
অতীতের স্মৃতি-কণা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যতীর্থ
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিলয়ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যানিধি
সূর্য্যতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র ঘোষ
আর্য্যা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, স্মৃতিতীর্থ

সদস্য-সংখ্যার বৃদ্ধি সত্বেও গত বৎসর পরিষদের আয় আশানুরূপ হয় নাই এবং অর্থাভাব-বশতঃ অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য অনারব্ধ ও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সদস্য-সংখ্যার

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও রীতিমত চাঁদা আদায়ের অন্য কোন প্রকৃষ্ট বিধান না করিলে পরিষদের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তৎপ্রতি পরিষদের ভক্ত ও হিতৈষিগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা—১০৪ এবং চাঁদা বাং উশুল হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১১২৷৴০ গত বৎসরের আয়; ব্যয় হইয়াছে ১০৩৸১০।০ সম্পাদক মহাশয় নিজ তহবিল হইতে ১০৸৴১০ আনা খরচ করিয়া পরিষদের আবশ্যকীয় ব্যয় কোনমতে নির্ব্বাহ করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম এ, অধ্যাপক। ২। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ৩। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ। সহঃ সম্পাদক ১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহা এম এ, বি এল্। ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, বি-টি। ৩। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন শর্ম্মা এম এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত কীরোদকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত রমেশচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা
সহকারী সম্পাদক।

বারাণসী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের দশম বর্ষ অতীত হইল। এ বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত চারুশশী বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ আয়-ব্যয়-পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত কাঁতিভূষণ অধিকারী এম এ, শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ।

আলোচ্য বর্ষে শাখা সভার চারিটী অধিবেশন হয়: তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল।

	প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
১।	চন্দ্রমণি	শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২।	শব্দতত্ত্ব	” হরিহর শাস্ত্রী	” ”

	প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
৩।	অধ্যাপক নিখিলনাথ।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ।	রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম এ এল, এল বি, আই এস ও, বাহাদুর।
৪।	সুর গুরুদাস।	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

প্রথম প্রবন্ধ অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" (১৩২৫), দ্বিতীয় প্রবন্ধ বৈশাখের "ভারতবর্ষে" (১৩২৬), তৃতীয় প্রবন্ধ মাঘের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" (১৩২৫), চতুর্থ প্রবন্ধ চৈত্র-বৈশাখের "অর্চ্চনায়" (১৩২৬) প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কাশীতে সমাগত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ২১শে চৈত্র (১৩২৫) এক বিশেষ সভা আহূত হয়। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের নির্দ্দেশপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া শাখা সভাকে উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠের সভার অধিবেশনে মূল পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহোদয়ের অকাল-মৃত্যুতে শাখা-সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানীয় বারাণসী লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি পাওয়ায় শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে প্রায় আড়াই হাজার পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

শাখা-পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনই স্থানীয় এংলো বেঙ্গলী স্কুলে সম্পন্ন হইয়াছে। এ জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় ও অধিবেশন—এই উভয়ের উপযোগী স্থানের অভাব। এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয়গণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
সম্পাদক।

গৌহাটী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রকোপে অনেক দিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় ও সভ্যসমিতির অধিবেশন বাঞ্ছনীয় না হওয়ায়, পরিষদের অধিবেশন-সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। মাত্র ৬টী অধিবেশন হইয়াছে। মোট ১০টী প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে। নিম্নে উহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম অধিবেশন—১২ই আশ্বিন, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"লোটা নাগা"—লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"ইংরাজ রাজত্বের

প্রাক্‌কালে আসামের শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা" (দ্বিতীয় অংশ), লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২য় অধিবেশন—১৪শে কার্ত্তিক, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"সে কাল ও এ কাল"—লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ২য় প্রবন্ধ—"রঞ্জন রশ্মি"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৩য় অধিবেশন—১লা পৌষ, ১৩২৫। "আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চাষ জাতি"—লেখক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে। স্থানীয় "অসমীয়া সাহিত্য উন্নতি-সাধিনী সভার" অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কোমধর বর গোহাই বি এ মহাশয় যে এই শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, গোপাল বাবু তাহারই অনুবাদ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে এই সভায় ৺ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র দাস ও স্থানীয় নাট্য-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৪র্থ অধিবেশন—১২ই মাঘ, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"আসামে আহোম রাজত্ব"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভুঞা এম্ এ। ২য় প্রবন্ধ—"মুকুন্দরামের পরিচয়"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৫ম অধিবেশন—৩রা ফাল্গুন, ১৩২৫। "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকাসংস্কার"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ।

৬ষ্ঠ অধিবেশন—৩রা চৈত্র, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ "কবিতাকুসুমাবলী"—লেখক—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ (রংপুর)। ২য় প্রবন্ধ "ডি, এল, রায়ের 'সীতার সমালোচনা"।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী বি এ, বি টি মহাশয়দ্বয় সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ত্রিপুরা শাখা—১৩২৫

এই বৎসর ৫টী সভা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩টিতে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় কোন কার্য্য হয় নাই। বাকী দুই সভায় নিম্নলিখিত দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

১। উপাধি ব্যাধি—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর।

২। ৺নবীনচন্দ্র সেন—বক্তা—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৌলবি দৌলত আহম্মদ এবং শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

গত বৎসর সভ্য-সংখ্যা ১১১ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১১৫ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে পুথি-সমিতির সভ্যগণ বিশেষ কোন কাজ না করিয়া থাকিলেও, সম্পাদকের চেষ্টায় ১০ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সম্পাদক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে ঢাকা যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। হাতীর উপর সিংহ ও তাহার উপর স্ত্রী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে টাকার ন্যায় গোল দুইটি বৃত্ত চিহ্ন ও তাহার মধ্যে কয়েক লাইন অস্পষ্ট লেখা আছে—বহু কষ্টেও লেখা পড়িতে পারা যায় নাই।

বার্ষিক অধিবেশনের সময় চাঁদা আদায় হয় বলিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
সম্পাদক।

বর্দ্ধমান শাখা -১৩২৫

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
	১৩২৫ সাল	কপালকুণ্ডলা	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
১ম মাসিক	৮ই আষাঢ়	ও মিরাণ্ডা	এম এ, বি এল।
২য় "	৭ই ভাদ্র	চণ্ডীদাস	শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল।
৩য় "	৩১এ আশ্বিন	বঙ্গসাহিত্যে নব	শ্রীজ্ঞানদাগোপাল চট্টোপাধ্যায়
		রোমান্সের প্রসার	বি এল।
৪র্থ "	৭ই পৌষ	কপালকুণ্ডলার মতিবিবি	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
			এম এ, বি এল।

এই চতুর্থ অধিবেশনে প্রথমে স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের তিরোভাবে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে তাঁহার আদর্শ জীবনের আলোচনা হয়। আদায় করিবার লোকাভাবে চাঁদা একেবারেই আদায় হয় নাই। পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ খরচের জন্য ২০৲ টাকা লওয়া হয়। তন্মধ্যে ১৩৷১০ খরচ হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-শাখার অবস্থা ভাল নয়। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য স্থানত্যাগ করায়, সর্ব্বোপরি দুই জন সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে, শাখা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শোক-প্রকাশ ;—সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল (হাইকোর্ট উকীল) এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক বসন্তকুমার উপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ের মৃত্যুতে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ শোক-প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিবেশন ;—আলোচ্য বর্ষে ম্যালেরিয়া ও মহামারিতে এতদঞ্চল উৎখাত হওয়ায়, পাঁচটির অধিক মাসিক অধিবেশন হয় নাই। ৭ই পৌষ একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রঙ্গপুর গাইবান্ধার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয়কে এই অধিবেশনে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

প্রবন্ধ পাঠ ;—বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পঠিত হইয়াছে,—

প্রবন্ধ	লেখক
(১) বেদের ব্যভিচার	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(২) প্রাকৃত ভাষার কাব্য	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(৩) সৌন্দর্য্যের স্বরূপ	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৪) বস্তুতান্ত্রিকতা	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৫) আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্ন।

কাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে শাখা-পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যোগ দিয়াছিলেন ;—
(১) শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ, (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ, (৩) শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) শ্রীবলাহি দেবশর্ম্মা এবং (৫) শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ;—আলোচ বর্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক এম এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

সহকারী সভাপতি {
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লীবাসী" সম্পাদক

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থাধ্যক্ষ—পণ্ডিত „ বিশ্বেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি

সম্পাদক—ডাক্তার „ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্

সহকারী সম্পাদক {
৺ বসন্তকুমার উপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্ — শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সান্যাল
„ হরগোবিন্দ ঘোষ — ডাঃ „ ক্ষেত্রনাথ মজুমদার
„ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — মৌলবী „ আব্দুল খালেক্

শাখার নিজস্ব গৃহ নাই। অধিবেশনাদি কালনার টাউন হলে হয়। কিন্তু

নিজস্ব গৃহ না থাকায় কার্য্যালয়ের বড়ই অসুবিধা। পুথি-পুস্তক যাহা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, সবই স্থানাভাবে বিশৃঙ্খলাবস্থায় রহিয়াছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
সহযোগী সম্পাদক।

মেদিনীপুর শাখা—১৩২৪

আলোচ্য বর্ষে দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ মহাশয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে নবাবজাদা সৈয়দ আলি আসরফ মহোদয়ের শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন।

(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্তি। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ দাস মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইহার তারিখ ১৭৮৩ শকাব্দা, জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে উহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) আমাদের সহৃদয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ ডবিউ এন ডেলেভিঙ্গ মহোদয় শাখা-পরিষদে সংগৃহীত পুথির প্রচারকল্পে এবং সাহিত্যানুরাগী ও সংকর্ম্মে উৎসাহদাতা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এল্ এন্ বসু মহোদয় ও আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, পচেটগড়ের জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সদস্য—৭৪, অভিভাবক-সদস্য—৩, অধ্যাপক-সদস্য—৪, মোট ৮১ জন সদস্য ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত বর্ষ হইতে এ বৎসরও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি,—রায় কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ বাহাদুর,

সহঃ সভাপতি
১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল
২। চৌধুরী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ

সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল

সহঃ সম্পাদক,— { ১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু }

অধ্যক্ষ, { ১। শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় গুপ্ত
২। শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় }

হিসাব-পরীক্ষকগণ,— { ১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন
২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত }

উক্ত দশ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিষৎ মন্দির

গত বর্ষে আমরা দানশীল নাড়াজোলাধিপতির ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আমাদের অন্যতম অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবং যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার এই বদান্যতায় আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন ব্যতীত সর্ব্বসমেত ৬০টি অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে মাসিক—৭, সাপ্তাহিক—৫৯, বিশেষ—৭, অভ্যর্থনা-সমিতি—৩, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি—৪। মূল পরিষদের নিয়মানুসারে অত্রত্য বেলী হলে শাখা-পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি, টম্‌সন্ এবং বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ এ মার মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিঃ টম্‌সন্ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং তাঁহার সভাপতিত্বে বেলী হলে প্রথম মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং মিঃ মার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে আমরা অদ্যাবধি মাসিক অধিবেশনের জন্য বেলী হল ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ৭টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১টি ৺প্যারীচরণ মিত্রের ও ১টি ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১০৭ প্রবন্ধ পাঠ, সংগ্রহ ও প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেও গুণে গত বর্ষ অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এল মহাশয়ের 'ইতিহাস-চর্চ্চা' ও

"সাহিত্যে অধিকার", শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিষৎ হইতে সংগৃহীত ৩খানি পুথির পরিচয়, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের "গীতাভাব", শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, মহাশয়ের "মেদিনীপুরে জাতি ও উপাধি" এবং "সাঁওতালি ভাষার উপর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব", ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস্ মহাশয়ের "প্রাণী বা আমিষ খাদ্যের অপকারিতা", শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয়ের "জাতীয়-সাহিত্য" ইত্যাদি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার ভাগই অধিক।

অন্যান্য জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তক-প্রকাশকগণের কৃপায় শাখার পাঠাগার ও পুস্তকাগার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে আমাদের পুস্তকাবলীর ও পাঠের নিমিত্ত পাঠাগারে রক্ষিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাদির সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত শ্রেণীভেদে ৫১৬খানি পুস্তক শাখায় রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭ খানি পুস্তক নিম্নোক্ত সদস্যগণ ও অন্যান্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিঃ বি, এল, সান্যাল, ২। ডাক্তার সুবোধচন্দ্র বসু, ৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ৫। সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠাগারে নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি সর্ব্বদা পাঠের জন্য রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়, মেদিনী-বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি ইত্যাদি মহোদয়গণ পত্রিকাদি দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের শাখা-পরিষদের প্রাণস্বরূপ মহাত্মা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি তৈল-চিত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাইন মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে তৈলচিত্রখানি বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য শাখা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মেদিনীপুর একটী অতি পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। মেদিনীমাতার কৃতি সন্তানগণের জীবনী সংগ্রহ, লুপ্তপ্রায় হস্ত-লিখিত পুঁথি সংগ্রহ, উদ্ধার এবং প্রচার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সমিতি আলোচ্য বর্ষে ৫১খানি হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১১খানির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের চেষ্টায় ৬খানি সম্পাদিত হইয়াছে। পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস মহোদয়গণ পুথির স্বত্ব পরিত্যাগ করায় পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। পুথির উদ্ধার ব্যতীত এ বার নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়গণকে তাঁহাদের সুবিধা অনুসারে মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের ঐতিহাসিক তথ্য আদি সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মিত্র বি এ, ২। শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস বি এল, ৩। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস, ৪। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ৬। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি এল, ৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৯। শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৫৫৮/১৲। টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তকাদি ক্রয় এবং বাঁধাই, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্য্যে ১০৯৶৷ টাকা ব্যয় হইয়া ৪৬৶/৭৷৷০ তহবিলে মজুত আছে। পরিষদের বার্ষিক উৎসবের ব্যয় সদস্যগণের ও সাধারণের নিকট বিশেষ চাঁদা তুলিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই অর্থের সহিত পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা আমাদের এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোকপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে শাখার অন্যতম অভিভাবক, নাদগড়ের জমিদার, দানবীর, সৎকর্ম্মে উৎসাহদাতা সতীশনারায়ণ সাহেস রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

মেদিনীপুর শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ও স্মরণীয় ঘটনা—আমাদের স্থায়ী সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের ও অভিভাবক সদস্য কালীপদ হাজরা মহাশয়ের পরলোকগমন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র রানা এবং সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ণবাবু সঙ্গীতাদি আলাপদ্বারা এবং সুরেন্দ্রবাবু শাখার অনুষ্ঠানাদিতে কবিতাদি রচনা দ্বারা শাখায় বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের পরলোকগমনে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ২১শে ভাদ্র, ২৯শে কার্ত্তিক ও ৮ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বার্ষিক উৎসবের কথা।

পরিষদের সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্যতীত প্রতিবৎসরই বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে কলিকাতা ও মেদিনীপুরের মফঃস্বল হইতে অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যরথী আগমন করেন। গত বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এচ্ ডি, ডি এস্ সি, সি আই ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, চিল্কিগড়ের রাজা, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবল দেব বি এ মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমি দুইটি

বিশেষ কথা এই যে, এ বিষয়ে জেলার রাজপুরুষগণের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভে শাখা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর আজ কয়েক বৎসর কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণের ও সভাপতি মহাশয়ের আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা, আমরা এ বৎসরও পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আর একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; এখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভার গৌরব বর্দ্ধনার্থ পরিষৎকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

(২) প্রধান অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে প্রকাশযোগ্য একখানি পুথি প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৩) বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্তকর্ম্মী স্বর্গীয় যোগেশ মুস্তফী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ নামক সভাটি মূল পরিষদের শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। শাখায় সেই মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল-পরিষদে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি বিরাট সভা হয়। শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ খান মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৪) এ বার পিঙ্গলা হইতে কতিপয় প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পিঙ্গলা স্কুলের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর কোদালকালে এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তিগুলি এই সভায় প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

(৫) শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ মহাশয়ের স্মৃতি উদ্দেশে আমাদের শাখা-পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতাকে "গ্রহরাজ রৌপ্যপদক" প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাধারণ সদস্য—৯৬, অভিভাবক সদস্য—১০, আজীবন সদস্য—৬, মোট ১১২।

কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

সভাপতি — ৺ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর

সহকারী সভাপতি — শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল্; রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

সহকারী সম্পাদক — শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেন

গ্রন্থাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়; শ্রীভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ

কাব্যতীর্থ মহাশয় কিছু দিন অবসর গ্রহণ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্য করেন।

হিসাবপরীক্ষক — শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সান্যাল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু

উপরোক্ত ১১ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ইঁহাদের মধ্যে সভাপতির কথা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহার অভাবে আমাদের সুযোগ্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণকল্পে শাখার কোন আশাই এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই—ভিক্ষা-ভাণ্ড তেমনই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; স্থানের আশা যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষেও অন্যতম অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের দয়ায় তাঁহারই বাটীতে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তাঁহার নিকট শাখা এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে মাসিক—৬, সাপ্তাহিক—৩২, বিশেষ—১০, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—৫, ভিক্ষা সমিতি— ৩, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি—১৬, নাট্যসমিতি—৫; মোট ৮০টি অধিবেশন হয়।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

সাপ্তাহিক অধিবেশনের কার্য্য পরিষদ্‌গৃহেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বেণী হলে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বেণী হলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের গীতাভাষ (শেষাংশ) শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল্ মহাশয়ের "আর্য্য সভ্যতার যুগানুক্রমিক ইতিহাস" (সত্যযুগ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের "জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের স্থান," "সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক," শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্ মহাশয়ের "জাতীয় সাহিত্য", শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "বাক্যবিবৃতি ও অভিধা নির্ণয়" ও মৌলভি সমিরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের "হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেক কবিতাও পঠিত হইয়াছে।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার

শাখার পুস্তকাগার ও পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের [illegible] জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তকপ্রকাশকগণের কৃপাই ইহার প্রাণ। পরিষদের তহবিল হইতেও যথাসম্ভব পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করা হয়। আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ের পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ৫৭২।

আলোচ্য বর্ষে ৩২ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি বি এল, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, মেদিনীবান্ধব ও হিতৈষী সম্পাদকগণ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দে বক্সী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় এবং শ্রীযুক্ত মণিভূষণ সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেক মহোদয়গণ নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকাদি দান করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

এ বার মাত্র ৩ খানি উল্লেখযোগ্য পুথি আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একখানি বাঙ্গলা, দুইখানি পার্শি। বাঙ্গলা পুথিখানি সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসপ্রণীত "জগন্নাথমঙ্গলের" প্রতিলিপি। অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহেন্দ্রবাবু এই পুথিখানির পত্রবিন্যাস ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন। পার্শি দুইখানি পুথির একখানি [illegible] সেকন্দরনামা অর্থাৎ মহাবীর আলেকজেণ্ডারের ইতিহাস এবং বাকি অংশটুকু সম্রাট [illegible] সমকালীন পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ কালন্দরের ইতিহাস। এই পুথিখানির লেখক [illegible] জেলার [illegible]নিবাসী মুন্সি মির মহম্মদ ওয়ালি। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২০৫ [illegible]। অপরটির মধ্যে সম্রাট্ শাজাহানের কতিপয় পত্র, পার্শি ব্যাকরণ এবং জগন্মুক্তি ও [illegible]

বিষয়ক কতকগুলি গল্পের সমাবেশ দেখা যায়। এই পুথিখানির লিপিকার মুন্সি রামপ্রসাদ সাউতি, সাকিন রহমপুর, থানা নারায়ণ-গড়। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২২৭ সাল।

অন্যতম সদস্য, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবক মৌলভি সবিরুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এই দুইখানির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের তিনখানি পুথি লইয়া আমরা সর্ব্বসমেত দেড় শত (১৫০) পুথি সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ৷১ খানি স্বদেশবাসী কবির রচনা প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৭৩৷৷০ ২৷৷০ টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়, বাঁধাই ও অন্যান্য কার্য্যে ১০১৵০ টাকা ব্যয় হইয়া ৫১৷৵২৷৷০ টাকা তহবিলে মজুত আছে। বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়ের সহিত এই তহবিলের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ চাঁদার দ্বারা এই উৎসব-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

মীরাট শাখা—৪র্থ বর্ষ

বিগত ১৩ই এপ্রেল, ১৯১৯ মীরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরাট শাখা-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার" বিষয় বুঝাইয়া দেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ৫র্থ বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নাম	পদ
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ	সভাপতি।
" সুরেশচন্দ্র মিত্র	সহঃ সভাপতি
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
" বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ	
" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	সহযোগী সম্পাদক
" রাজকিশোর রায়	
" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ	সহকারী সম্পাদক
" নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি	
" ললিতমোহন রায়	

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ } সদস্য
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

আলোচ্য বর্ষে মীরাট শাখা-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২১শে এপ্রিল, ১৯১৮।

"আর্য্যজাতির যজ্ঞযুক্ত অন্ন"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯শে মে, ১৯১৮।

"সৃষ্টিপ্রকরণ"—লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু।

বিশেষ অধিবেশন, ৩রা আগষ্ট, ১৯১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি "মহাত্মা কালীপদ বসু" শীর্ষক একটী আলোচনা পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে, মীরাটে বাঙ্গালীর গৌরব, স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয়ের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার সদ্‌গুণরাজির পরিচয় দেন। তৎপরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য চিত্র ও স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮—"প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৪র্থ অধিবেশন, ১৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯—"প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৫ম অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৯,—"রবীন্দ্র সাহিত্য"। লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

দিল্লী শাখা—১৩২৫

১৩২৪ সালের ৪ঠা চৈত্র রবিবার দিল্লী-শাখা-পরিষদের ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশন ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাব ভাঁবুতে সম্পাদিত হয়। মাননীয় কপিকাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কার্য্যকারী সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২২ ও ১৩২৩ সালের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে সঙ্গীত, কবিতা-পাঠ ও বক্তৃতার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যপদে মনোনীত হন।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত বি এ। সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বি এ, শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র দে। সম্পাদক—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কার্য্যকারী), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী)।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন রায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীভোলানাথ দাস, সহঃ ঐ ও গ্রন্থরক্ষক—শ্রীতারাপদ বসু, শ্রীহরিচরণ দাস। সদস্যগণের প্রতিনিধি ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুগোপাল মিত্র। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য কারণে ১৩২৫ সালে পরিষদের কার্য্য তেমন সুবিধাজনক হয় নাই। প্রায় ৪ মাস পরিষদের কার্য্য একেবারে বন্ধ ছিল। এই বৎসরে ৩টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। তিনটি অধিবেশনে ৪টী প্রবন্ধ ও ৩টি কবিতা আবৃত্তি হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের সুদূর প্রবাসের শাখা-পরিষদের পুস্তকাগারে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রদানপূর্ব্বক সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য শাখা-পরিষদের সভ্যগণ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ানিবাসী)—ডালি
 " গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—আত্মদেবতা
 " নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—ভক্তিরত্নসার
 " হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—জন্মান্তর-দম্পতী

এই বৎসর আমাদের সভ্য ও শাখা-পরিষদের মেরুদণ্ডস্বরূপ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরলোক গমন করিয়াছেন,—৺হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺নারায়ণচন্দ্র বসু, ৺আবদুল মান্নান্। ৺আবদুল মান্নান মহাশয়, শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহঃ কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থরক্ষক-পদে তিন বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিষৎ (শাখা) উপস্থিত শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাস মহাশয়ের বাহিরের ঘরে অবস্থিত। তিনি আজ ৪ বৎসর কাল আমাদের পরিষদের পুস্তকাগারটির স্থান তাঁহার বাহিরের ঘরে রাখিতে দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

১৩২৫ সাল হইতে মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পুস্তকাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—ভারতবর্ষ, মানসী, উৎসব, অর্চ্চনা, মাধুরী, হিতবাদী। এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যগণের নিকট হইতে ১৭৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ১০০৲ টাকা পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

১১২৲ টাকায় পুস্তক ক্রয়, ৩০৲ টাকায় পুস্তক বাঁধান, ২০॥০ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাৎসরিক মূল্য, ১২॥০ টাকা কাগজ কলম প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্য্যকারী সম্পাদক।

নদীয়া শাখা ১৩২৫

বর্ত্তমান বর্ষের ২৬শে কার্ত্তিক এই শাখা-পরিষদের বাৎসরিক সম্মিলন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সাহিত্য-বন্ধু এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন এবং পাঁচটি কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন এবং দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি আই সি এস, নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্। সভাপতি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বিদ্যাবিনোদ, এম্ বি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই। ধনাধ্যক্ষ জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ। হিতকামী সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি এ, এম বি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম এ, মৌলবী আজিজুল হক বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ।

আলোচ্য বর্ষে দুই শত ব্যক্তি সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসর আমরা অনেক ছাত্রসভ্য লাভ করিতে পারিয়াছি।

বর্ত্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়—১লা বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"নব বর্ষের আবাহন," লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন। "ভাবাবিজ্ঞান ও আবেগ," লেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে ভগবতত্ত্বালোচনা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"বৈষ্ণব দর্শন," শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী। "উমার তপস্যা," শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত বিধুচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। "দাশুরায়ের কলঙ্ক ভঞ্জন," লেখক—শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২৮শে আষাঢ়, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, প্রবন্ধ—"চার্জ্জ সিট," লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ। "দাশরথি রায়ের সমালোচনা," রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। ১৩ই ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য," লেখক—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। "নদীয়াতে পাল-রাজাদের কীর্ত্তি," লেখক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৫ই আশ্বিন, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, "বিবাহে পণপ্রথা," লেখক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন। "জাগরণ" শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল। ৩রা পৌষ, সপ্তম ও অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। সপ্তম অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়—'কবিতা' শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। "মানবতা" শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সিংহ রায়। অষ্টম অধিবেশনে—"মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী ও অন্যান্য কবিতা সমালোচনা" রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। 'গত বর্ষের হিসাব প্রদর্শন' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন।

১৭ই মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয়—"সান্ত ও অনন্ত," লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্ এ। "প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ।

১লা চৈত্র, একাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ পাঠ—"সাহিত্য ও সমালোচনা," লেখক শ্রীযুক্ত রাধপদ মজুমদার এম এ।

৮ই চৈত্র, দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। "সাহিত্য ও সমালোচনার অবশিষ্টাংশ," অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধপদ মজুমদার এম এ। বক্তৃতা—পণ্ডিত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এম এ।

নদীয়া সাহিত্য-পরিষদের একটি বাৎসরিক সম্মিলন ২৩শে কার্ত্তিক নিষ্পন্ন হয়। ভারত-সম্রাটের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা ও আনন্দপ্রকাশ করার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নদীয়ার প্রাচীন কাহিনী ও সাধারণ বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন গত পাঁচ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শান্তিপুর-নিবাসী মৌলবী মোজাম্মেল হক একটি কবিতা পাঠ করেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। "ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার আবশ্যকতা," লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি, আর, এস,। "বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি এস সি। "বঙ্গসাহিত্যে নদীয়ার দান," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অনন্তর শ্রীযুক্ত অক্ষয় সেন মহাশয় "বাঙ্গালা সাহিত্যের বানান ও ভাষা" বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল রায়

মহাশয়গণ এই উপলক্ষে সঙ্গীতালাপ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শাখাপরিষদের উন্নতির জন্য অনেক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয় ৮৮৪৴.০, ব্যয়—৪১১৷৴১০, মজুত ৩৬৬৸৴০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। শাখা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে সমস্ত হুগলী জেলাময় বিস্তৃত হয় এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে সদস্য সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য শাখা-পরিষদের আনুষঙ্গিকরূপে একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে সমিতির কয়েকজন সদস্য হুগলী, বান্দেল, ত্রিবেণী, নয়াসরাই, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, মগরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

"উত্তরপাড়ার অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণী সংগ্রহের জন্য সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত "মহেশ-কর্মলিনী" স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১লা চৈত্র ১৩২৫ তারিখে চারিটি রচনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—উহাদের পরীক্ষা-ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্ত্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা ৫১ জন। উত্তরপাড়ার বাহিরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ইহার সদস্য গৃহীত হইয়াছে,—শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ইটাখোলা, শিমলাগড়, কৈকালা, আরামবাগ, কলিকাতা, বালি তেজপুর এবং বাঁশবেড়িয়া।

পরিষদের আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালন জন্য কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত সদস্যগণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারী ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ২। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (সহকারী সভাপতি), ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, সারস্বত সম্মিলন), ৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্‌সি, ৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭। শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, ৮। শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ (পৌষ মাস পর্য্যন্ত), পরে শ্রীঅমরনাথ রায় চৌধুরী, ৯। শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী এবং ১০। শ্রীব্রজলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ।

দ্বিতীয় বর্ষে পরিষদের সর্ব্বসমেত ২১টি অধিবেশন হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১০টি, সদস্যগণের ১টি, সাধারণ অধিবেশন ৯টি ও বিশেষ অধিবেশন ১টি। জন-সাধারণের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে আশানুরূপ উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া

উহার অনুষ্ঠান-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধিবেশন, ১লা বৈশাখ। "নব বর্ষ" (কবিতা) শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্য-তীর্থ। প্রবন্ধ "আধুনিক চিকিৎসক," লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন শাস্ত্রী। "হীরক," লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রবন্ধ "সুবর্ণ ও প্লাটিনাম"—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি। "সূর্য্যমুখীর পিত্রালয়"—শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিসভা—৫ই জ্যৈষ্ঠ। "বঙ্কিমচন্দ্র," লেখক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্কিম-স্মৃতি," শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশন—সারস্বত সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন, ৮ই ভাদ্র। 'আবাহন' (কবিতা)—শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ। সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের নবম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং আয়ব্যয়ের তালিকা (১৯১৭—১৮)। "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি" স্থাপনের প্রস্তাব—সম্পাদক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত।

বিশেষ অধিবেশন [চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমি গৃহ] "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান" সমিতির অনুষ্ঠানপত্র ও প্রাথমিক কার্য্যবিবরণী সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

চতুর্থ অধিবেশন [গঙ্গাতীরস্থ রাজপ্রাসাদ, উত্তরপাড়া,] ৪ঠা ফাল্গুন। "হরিপাল"—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ।

এই অধিবেশনে ২৭টি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল), কারুকার্য্য-খচিত ও মূর্ত্তিখচিত ৫খানি ইষ্টক, সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হুগলী জেলার গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও কতকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতির মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র প্রচার।

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলন পুস্তকালয়ে গত ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১২২৩। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৫৮ ও ইংরাজী ২৬৫ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন,—সম্পাদক বর্দ্ধমান শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক—বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ (কৈকালা), শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় চৌধুরী (শিমলাগড়), শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

নিম্নলিখিত সভার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সভার কার্য্যবিবরণী প্রেরণের জন্ম ধন্যবাদ

ভাজন হইয়াছেন,—চন্দন-নগর পুস্তকাগার, চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লাব, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বলদবাধ হরিসভা এবং অনাথ আশ্রম।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) ব্রহ্মবিদ্যা, (৫) সবুজপত্র, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র "সত্য-সমাচার" বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ"-সম্পাদক মহাশয় বৎসরের শেষভাগ হইতে অনুগ্রহ করিয়া পত্রখানি প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলের মোট আয় ১৮২।১৫ টাকা ও ব্যয় ১৭৮৸৴১৫ টাকা বাদে ৩।৵ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। বর্ষশেষ হইতে পোষ্ট অফিসে ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা হইয়াছে ও উহাতে ৪৲ টাকা গচ্ছিত আছে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে বাটীভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১৸৹ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।